সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৬২

শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস

৺বাসুদেব ঘোষ-বিরচিত

মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
সম্পাদিত

পরিষদের অকৃত্রিম বান্ধব
রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের
অর্থানুকূল্যে
কলিকাতা, ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
১৩২৪

মূল্য—
- সাধারণ পক্ষে— ।৵০
- শাখা-সভার সদস্যপক্ষে— ।/০
- পরিষদের সদস্যপক্ষে— ।০

ভূমিকা

তিনখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির সাহায্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছে। ইহার নামকরণ সম্বন্ধে পুথি তিনখানিতে কিঞ্চিৎ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। আমার আদর্শ পুথির শেষে কোন নাম নাই, কিন্তু আরম্ভে "গোরা-চরিত্র লিখ্যতে" লিখিত দেখিয়া উহার নাম "গোরা-চরিত্র" ছিল বলিয়াই জানা যায়। দ্বিতীয় পুথির আরম্ভ না থাকায় ঐখানে কোন নাম ছিল কি না, বলা যায় না; তবে উহার শেষে "শ্রীশ্রীগোরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি" নাম লেখা আছে। তৃতীয় পুথিতে উহার নাম "গৌরসন্ন্যাসপটি" দেখা যায়। গ্রন্থের নামকরণে এই ইতর-বিশেষ অতি সামান্য হইলেও প্রাচীন কালের লিপিকরদের উদ্ভাবনা-শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমরা সর্ব্বাংশে কোন পুথিরই অনুসরণ না করিয়া গ্রন্থখানি "শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস" নামেই সাধারণ্যে প্রচারিত করিলাম।

(গ্রন্থের নামকরণ)

এই গ্রন্থে কবির যে দুইটি ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই :—

(কবির নাম ও পরিচয়)

(১) "ছাড়িয়া কমল-মধু তেজি বিষ্ণু-প্রিয়া বধূ
কি সুখে রহিছ নিমাই রস করি ভং (ভঙ্গ)।
বাসুদেব ঘোষে বোলে ঐ রাঙ্গা চরণ-তলে
নিদানকালে রাখ মোরে চরণে শরণ ॥" (২য় পৃষ্ঠা)

(২) "তোমাকে গৌরাঙ্গ দিব তার পদে বিকাইব
অবতার দাস অনুদাস।
বাসুদেব ঘোষে ভণে কান্দ শচী কি কারণে
জীবের লাগ্যা হইআছে সন্ন্যাসী ॥" (৪৮ পৃঃ)

এই ভণিতা দুইটি হইতে জানা যায়, বাসুদেব ঘোষ নামক জনৈক কবি ইহার রচয়িতা; কিন্তু তাঁহার নিবাস কোথায় বা আবির্ভাবকাল কি, তাহা বলিবার কোন উপায় নাই। সকলেই জানেন, বঙ্গসাহিত্যে উক্ত নামধেয় একজন অতি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা আছেন।

পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষের পদাবলী শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এক "বাসুদেব" ভণিতা-যুক্ত একটি কৃষ্ণ-লীলাত্মক পদ আমার নিকট আছে। উহা কোন্ বাসুদেবের রচিত, বলিতে পারি না। তথাপি পদটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

মাধবী।

বিনোদ তুমি আমার ঘরে যাবে।
আমার ঘরে আইলে বন্ধু জাতি নহি যাবে॥
কালা কালা বন্ধু রে কালা মাথার লেশ।
নানান ভঙ্গিমা দেখি রাধার প্রাণি শেষ॥ *
কালা কালা বন্ধু রে কালা রে ভঙ্গিমা।
জটা কালা ফোটা মাল্লা (কালা ?) অলক্ষ্য মহিমা॥
জীয় জীয় ননদী খাও দুটি আঁখি।
শ্যামের চরণ ভজি আমি রাধা থাকি॥
বাসুদেবে কহে হিত শুন রে কালিয়া।
নিত্য নিত্য আইস জাও আমারে ভাণ্ডিয়া॥

---

* রাধারে দেখিয়া কানু ধরে নানা বেশ—পাঠান্তর।

এখন পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ, আমার প্রাপ্ত গীতের লেখক বাসুদেব ও গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাসের রচয়িতা বাসুদেব ঘোষ—এই তিন জন কবি ভিন্ন কি অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে অক্ষম। * সে বিষয়ের বিচারভার পাঠকবর্গের উপরেই থাকিল।

---

* প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষের বাসস্থান ও বংশাবলী সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সেই জন্য কুলাইএর ঘোষ মহাশয়গণের প্রদত্ত বংশ-তালিকার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।
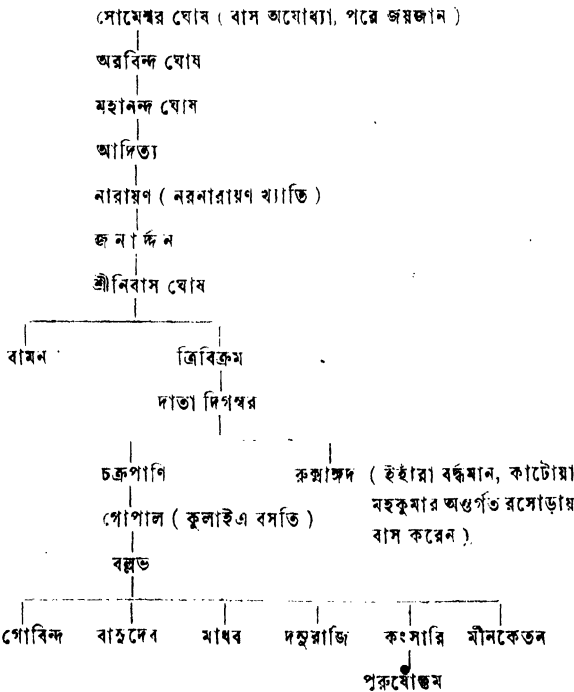
- সোমেশ্বর ঘোষ (বাস অযোধ্যা, পরে জয়জান)
  - অরবিন্দ ঘোষ
    - মহানন্দ ঘোষ
      - আদিত্য
        - নারায়ণ (নরনারায়ণ খ্যাতি)
          - জনার্দ্দন
            - শ্রীনিবাস ঘোষ
              - বামন
              - ত্রিবিক্রম
                - দাতা দিগম্বর
                  - চক্রপাণি
                    - গোপাল (কুলাইএ বসতি)
                      - বল্লভ
                        - গোবিন্দ
                        - বাসুদেব
                        - মাধব
                        - দমুরাজি
                        - কংসারি
                          - পুরুষোত্তম
                        - মীনকেতন
                  - রুক্মাঙ্গদ (ইঁহারা বর্দ্ধমান, কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত রসোড়ায় বাস করেন)

সমালোচ্য গ্রন্থের ভাষা গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত এবং বাঙ্গালায় নাটক সৃষ্টির ইহা সর্ব্বপ্রথম ক্ষীণ উদ্যম বলিয়া বোধ হয়।

গ্রন্থের নূতনত্ব

ইহার পূর্ব্বে এরূপ আর কোন গ্রন্থ বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছে বলিয়া অদ্যাপি জানা যায় নাই। ইহাতে নাটকের যে সামান্য আভাসটুকু পাওয়া যায়, তাহাই হয় ত বহু পরে বাঙ্গালায় প্রকৃত নাটক সৃষ্টির পথপ্রদর্শক হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যায় না কি?

কেবল গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণ আছে বলিয়াই যে ইহা অভিনব, তাহা নহে,—ইহার পদ্য ছন্দেও একটা নূতন রচনা-

ছন্দের নূতনত্ব

প্রণালী পরিলক্ষিত হয়। চণ্ডীদাসের রচিত "শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন", ঠাকুর নরোত্তম দাসের কৃত "রাধিকার মানভঙ্গ," জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির

গোবিন্দ, বাসুদেব ও মাধব মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন। বাসুদেব বিখ্যাত পদকর্ত্তা; গোবিন্দ অগ্রদ্বীপের বিখ্যাত ৺গোপীনাথের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহারা তিন জনেই বংশহীন। বর্ত্তমান কালে কুলাই গ্রামে যে ৬।৭ ঘর ঘোষ আছেন, তাঁহারা এই পুরুষোত্তমেরই বংশধর। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়ও এই পুরুষোত্তমের বংশোৎপন্ন। কংসারির ৮ পুত্র, তন্মধ্যে কমলনয়নের পুত্র জগদানন্দ, তৎপুত্র দেবকী-নন্দন। দেবকীনন্দনের ৪ পুত্র; তন্মধ্যে হরিরামের বংশে দিনাজপুরের মহারাজা এবং হরিনারায়ণের বংশে রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়, তৎপুত্র শরদিন্দুনারায়ণ রায় এবং পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়। শ্রীহট্টে বাসুদেব ঘোষবংশীয় বলিয়া যাঁহারা খ্যাত, তাঁহারা দনুজারিবংশীয়। বাসুদেব ঘোষ, বংশের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া তিনি অপুত্রক হইলেও তাঁহার নামেই বংশের পরিচয় চলিয়া আসিতেছে।

রচিত "নিমাই-সন্ন্যাস" এবং বলরাম দাসকৃত "রাধিকার বার-মাসে" যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এই গ্রন্থেও ঠিক সেরূপ ছন্দ পরিদৃষ্ট হইবে। এরূপ ছন্দের গ্রন্থ বাঙ্গালায় বড় বেশী আছে বলিয়া আমরা জানি না। ইহাতে ধুয়া, কথা, দিশা ও 'ঠাঠ' চিহ্নিত বিশেষ বিশেষ স্থল আছে। প্রাচীন কাব্যাদিতে 'ধুয়া'র খুবই প্রাচুর্য্য। 'কথা' ও 'দিশার' ব্যবহারও কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়,—যেমন জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গলে"; কিন্তু 'ঠাঠে'র নাম বোধ হয় এই প্রথম শ্রুত হইল। 'কথা'র ভাষা গদ্য; ধুয়া, দিশা ও 'ঠাঠে'র ভাষা পদ্য। দেখিয়া বোধ হইতেছে, ধুয়া, দিশা ও ঠাঠ একই শ্রেণীর পদার্থ। পদবিশেষের শেষে এক পুঁথিতে যেখানে 'ধুয়া'র নির্দ্দেশ আছে, অপর পুঁথিতে সেখানেই 'ঠাঠ' বা 'দিশা' লিখিত আছে। নারায়ণ দেবের "পদ্মাপুরাণে"ও দিশা 'ধুয়া'র স্থান অধিকার করিয়াছে, দেখিয়াছি।

পূর্ব্বোল্লিখিত "নিমাই-সন্ন্যাসে"র সহিত এই গ্রন্থের এতটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যে, দুইখানি গ্রন্থ পাশাপাশি রাখিলে একই হস্তের রচনা বলিয়া পাঠকবর্গের ভ্রম হইবে। উহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র। অন্যরূপে সুরক্ষণের উপায় না দেখিয়া আমরা পুথিখানি এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট-ভাগে প্রকাশ করিয়া দিলাম।

আগেই বলিয়াছি, তিনখানি প্রাচীন পুথির সাহায্যে এই গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছে। ১ম পুথির শেষে কোন তারিখ

পুথির পরিচয়

নাই। সম্ভবতঃ তাহা ১১৯৪ মঘীর বা ৮৪ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। ২য় পুথিখানি ১১৮৫ মঘীর বা ৯৩ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত। ৩য় পুথির শেষেও কোন

তারিখ নাই ; তবে কাগজের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, ইহাও প্রথমোক্ত দুইখানির সমসাময়িক প্রাচীন। ১ম পুথিখানি ২০৮ পদের পর খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। ২য় পুথিখানি ১০ পদের পর আরব্ধ হইয়া ১৭৭ পদের পর খণ্ডিত এবং পুনরায় ২০৮ পদের পর আরব্ধ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত আছে। উক্ত ২০৮ পদের পর আরব্ধ হওয়ার পরও ২য় পুথিতে মধ্যে এক পাতা নাই। ৩য় পুথিখানি প্রকৃত পক্ষে ১৭২ পদে শেষ হইয়াছে। তারপর উহাতে যাহা আছে, তাহা এই গ্রন্থের বিষয় নহে,—ঠাকুর নরোত্তম দাসের "রাধিকার মানভঙ্গে"র পাঠ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতে জ্ঞানদাসের ভণিতা আছে।

পুথিগুলি হইতে পাঠোদ্ধার করিতে গিয়া আমরা প্রায়ই প্রাচীন বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছি। পাঠকগণ দেখিবেন, মুদ্রিত গ্রন্থে স্থানে স্থানে ( ) [ ] এই দুই রকম বন্ধনী ব্যবহৃত হইয়াছে। ১ম প্রকার বন্ধনী গন্থের ভাষায় দেওয়া গিয়াছে। ২য় প্রকার বন্ধনীর অন্তর্গত অংশসমূহ ১ম পুথিতে নাই ; তাহা ২য় ও ৩য় পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পুথির প্রাপ্তিস্থান

১ম ও ২য় পুথি দুইখানি চট্টগ্রাম আনোয়ারা গ্রামে আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ সারদাচরণ চোধুরীর নিকট অনেক বৎসর পূর্ব্বে এবং ৩য় পুথিখানি গৈড়লা গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল। এক সময়ে শ্রীমান্ সারদার সাহায্যে আমি অসংখ্য পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এ জন্য আজ আমি তাহাকে আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পরিশেষে এই গ্রন্থ যদি

বাসুদেব ঘোষের মত প্রথিতনামা কবির রচিত হয়, তাহা হইলে এই সুদুর্ল্লভ ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রকাশভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন সাহিত্যানুরাগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আমাদের এই ভূমিকার উপসংহার করিলাম।

চট্টগ্রাম।
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪
বাঙ্গালা।

আবদুল করিম

শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস

নমো গণেশায় নমঃ। নমঃ সরস্বতীদেব্যৈ নমঃ।

(অথ) গোরা-চরিত্র লিখ্যতে।

তপ্ত কাঞ্চন কান্তি দেখ না অপরূপ পরং।

তপত কাঞ্চন জিনি গৌরাঙ্গ বরণখানি

গৌরাঙ্গ চান্দের মুখে সুধাহাস নআনে তরঙ্গ ॥

ছাড়িআ নটরালী[1] ভেশ মুড়াইআ চাচর কেশ

বংশী ছাড়িআ ধর গৌরাঙ্গ শ্রীদণ্ডক ত্বং[2]।

রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পাও সোণার বরণ গাও

দেখিআ খঞ্জন পাখী হল[3] তার সং ॥

আইস আইস নিত্যানন্দ কহ বিবরণ।

কুশলে নি আছে গৌরাং[4] ভারতীর সং ॥

ছাড়িয়া কমল-মধু তেজি বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ

কি সুখে রহিছে[5] নিমাই রস করি ভং।

১। 'নটরালী' স্থলে 'নটবর'— ৩য় পুথি।

২। বংশী ছাড়িআ ধরে গৌর দণ্ড জে করং—ঐ।

৩। 'হল' স্থলে 'লইল'— ঐ।

৪। 'গৌরাং' স্থলে 'নিমাই'— ঐ।

৫। 'রহিছে' স্থলে 'রহিল'— ঐ।

বাসুদেব ঘোষে বোলে ঐ রাঙ্গা[১] চরণতলে
নিদানকালে রাখ মোরে চরণে শরণ ॥ ধু ।
গৌরাঙ্গ নদীয়াবাসী পূর্ব্বলীলা পরকাশি
শচীগৃহে হইল উপস্থিত ।
নদীয়ার বাসী লোক পাএ তারা নানা সুখ[২]
দেখি সভাই গৌরাঙ্গ চরিত ॥
ধন্য মিশ্র পুরন্দর নদীয়া নগরে ঘর
ধন্য ধন্য নবদ্বীপবাসী ।
শচী ঠাকুরাণী ধন্য করিছিল কত[৩] পুণ্য
পুত্র পাইল কলি-ঘোর-নাশী ॥ ধু ।
আইস প্রেমের মহাজন
প্রেম কর বরিষণ ।
গৌরাঙ্গ অবনীতে[৪]
হরিনাম জীবেরে দিতে ॥

ত্রিপদী ।

এক দিন গৌরাঙ্গ রায় নদীয়ার পানে জাএ[৫]
রাখোআলগণ সঙ্গে লইআ ।
কান্দি কহে শচী মাএ কথাএ জাও গৌরাং রায়
মাএর বুকে বজ্রঘাত দিআ ॥ ধু ।

---

১ । 'ঐ রাঙ্গা' স্থলে 'গোরার'— ৩য় পুথি ।
২ । 'নানা সুখ' স্থলে 'মহাশোক' (সুখ ?)— ঐ ।
৩ । 'করিছিল কত' স্থলে 'করিআছে জথ'— ঐ ।
৪ । গৌড় আইল অবনীতে— ঐ ।
৫ । 'জাএ' স্থলে 'ধাএ'— ৩য় ঐ ।

বাছা মোরে[1] যদি ছাড়ি যাবে।
মাএর বধের[2] ভাগী হবে ॥ ১০

কথা।

(এমত কালেতে রাখোআলগণ সঙ্গেতে লইআ গঙ্গার তীরেতে গিআ
(নিমাই) গঙ্গার জল নিরীক্ষণ করিতেছেন।)

রাখোআল সঙ্গে গৌরাং করিল গমন।
গঙ্গার তীরেতে গিআ দিলা দরশন ॥
গঙ্গার তীরেতে গৌরাং হেরে গঙ্গার নীরে।
দেখে (এক) বিপ্র আসিআছে স্নানের অন্তরে ॥
ধীরে ধীরে গেল নিমাই সেই বিপ্র কাছে।
কি কর বলিআ সেই বিপ্রকে জিজ্ঞাসে ॥

[হেন কালেতে ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র কথটি ভস্ম গাএ দিআ রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ কর‍্যা গঙ্গার জলে থাক্যা হরগৌরী আরাধন করিতেছেন। তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন, ওগো ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র, তুমি কি কার্জ্য করিতেছ? তখনগো ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র বল্ছেন[3]]—

[বাছা তোকে আমি কি বলিব রে]
তোকে বল্যে হবে কি রে ॥

১। 'মোরে' স্থলে 'মাএরে'— ৩য় পুথি।

২। 'বধের' স্থলে 'বধ'— ঐ।

৩। আদর্শ পুথির পাঠ এইরূপ—গঙ্গার জলেতে দেখ্তেছেন একটী ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র কতগুটি ভস্ম গাএতে দিআ রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিআ গঙ্গার জলেতে থাক্যা হরগৌরী আরাধন করিতেছেন। নিমাই বোলে,—অগো ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র, তুমি কি কার্য্য করিতেছ? ত্রিকালজ্ঞ বিপ্রে বলিতেছেন।

বাছা গৌরাঙ্গ বলে,[১]—ও বিপ্র ১৫
তোমার শ্রম দেখ্যা আহ্মার শরীরে না সয়[২]।

ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র বলিতেছেন—

আমি আরাধিএ হর গৌরী।
তরিবারে ভব বারি[৩] ॥ ধু।
হর গৌরী বল্যা[৪] মুখে।
শমন-ভয় তরিব সুখে ॥
হর গৌরী মুখে কহে[৫] (কয়)।
তার কি শমনের ভয়[৬] ॥

কথা।

নিমাই বোলে ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র তুহ্মি আহার তেজিআ।
প্রানি কষ্ট কর তুহ্মি কিসের লাগিআ ॥
তোহ্মার এথ শ্রম দেখ্যা না সয় শরীরে।
কৃষ্ণপ্রেম দিআ তোকে নিব ব্রজপুরে[৭] ॥ ২০

১। বাছা নীলমণি বোলে—২য় পুথি।
২। 'না সয়' স্থলে 'সহে না গো'—ঐ।
৩। তরি জাবে ভববারি— ঐ।
৪। 'বল্যা' স্থলে 'বলি'— ঐ।
৫। 'কহে' স্থলে 'লএ'— ঐ।
৬। কি করিবে শমন ভয়— ঐ।
৭। তখন নিমাই বল্‌ছেন—ও ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র, তুমি আহার ভোজন সকল পরিত্যাগ কর‍্যা প্রানি কষ্ট নিত্য কর‍্যা রহিআছ বসিআ। ধু।

(তা শুনিআ ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র বলিতেছেন)—

ধুআ।।

যদি এম্মত প্রেম দিতে পার।
দাস হই আমি সঙ্গে জাব॥
কি বোলিলে গৌরাং রায়।
শুন্যা বুক ফাট্যা জাএ[১]॥

([বিপ্রের কথা শ্রবণ কর্য়া] নিমাই বলিতেছেন)—

শুন শুন অগো বিপ্র করি নিবেদন।
আগে শচী মাএর ঠাই করি জিজ্ঞাসন[২]॥

কৃষ্ণপ্রেম দিব তোরে।
নিব আমি ব্রজপুরে।
অন্তিম কালে নিব ব্রজপুরে॥—২য় পুথি।

ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র তুমি আহার ভোজন ত্যাগিয়া।
প্রাণ কণ্ঠাশ্রিত করি রহিআছ বসিআ॥
আমি কৃষ্ণপ্রেম দিব তোরে।
অন্তিম কালে জাবে জেমন ব্রজপুরে॥—৩য় পুথি।

১। কি বলিলে গৌরাঙ্গরে
ঐ শোকে বুক ফাটিয়া জাএ।
যদি এমত প্রেম দিতে পার॥
দাস হইএ তোমার সঙ্গে জাব॥— ২য় পুথি।
শুনি বুক ফাটিয়া জাএ—৩য় ঐ।

২। আমি শচী মাতার ঠাই জিজ্ঞাসি বচন—২য় ঐ।
নিমাই বোলে শুন বিপ্র করি নিবেদন।
আগে শচী মাএর ঠাই ইত্যাদি॥— ৩য় ঐ।

গঙ্গার তীর হইতে নিমাই করিল গমন।
শচীর নিকটে গিআ দিলা দরশন ॥
কি কর গো শচী মাএ বস্থা কর কি[১]।
প্রেম দিব করিআ এক বিপ্রকে বলিছি[২] ॥ ২৫

[এ কথা শুনিআ শচী মাতা বলিয়াছেন]—

আহ্মা সম অভাগিনী নাই গো নদ্যা দেশে।
কিনা জানি ঘটে বাছার লোকমুখে দোষে[৩] ॥ ধু।
ওগো নিমাই কি বোলিলে।
[মাএর প্রানটি হর্‌্যা নিলে[৪] ॥]
এহ্মনি কথা বল্য না।
বধভাগী হইঅ না[৫] ॥

১। 'বস্থা কর কি' স্থলে 'বস্থা কর কাজ্য'—২য় পুথি।
২। প্রেম দিবে বলি এক বিপ্র আস্যাছেন— ঐ।
প্রেম দিব বলি এক বিপ্রকে বলিছি—৩য় ঐ।
৩। আমার সমান অভাগিনী নাই নদ্যাবাসে।
কি জানি ঘটাবে বাছা লোকে মোকে দোষে ॥—২য় ঐ।
'নদ্যা দেশে' স্থলে 'কোন দেশে'— ৩য় ঐ।
৪। * * * মাএর আগে
প্রাণি হরিআ নিলে।— আদর্শ পুথি।
ওগো নিমাই কি বলিলি।
মাএর আছে প্রাণ হরি নিলি ॥— ৩য় ঐ।
৫। আর এমত কথা বল্য না।
মাতৃবধের ভাগী হইয় না ॥— ২য় ঐ।

বাছা নাচ্যা নাচ্যা কোলে আএ।
পদধূলি মাএর লাগুক গাএ[১] ॥
[বাছা] নাচ্যা নাচ্যা গলে ধর।
দোলন হৈআ মাএর গলে দোল[২] ॥ ৩০

কথা।

([তখন] শচী রাণীর কথা শ্রবণ করিআ গৌরাঙ্গ বলিতেছেন)—

হেদে গো শচী মা খাইতে ননী দিলে না
ক্ষুধা আনলেতে দহে প্রাণ।
মা মা বলিআ শচীর পাছেতে ধাইআ
কান্দিআ উঠিল ভগবান ॥

কথা।

(গৌরাঙ্গের কথা শ্রবণ কারয়া শচী রাণী বলিতেছেন)।

নিমাইর মুখে এক্ষানি কথা জখনে শুনিল।
আইস আইস বাছা বল্যা কোলে তুল্যা লইল ॥
খাও খাও ক্ষীর ননী বলিলেক শচী রাণী
আক্ষার গৃহেতে কিবা নাই।
ক্ষীর সর মাখোআন করিআ রহিছে ঘরে পড়িআ
ভাণ্ড রাখিছি ঠাই ঠাই[৩] ॥

১। নাচ্যা নাচ্যা কোলে আএ।
চরণ ধূলা লাগু গাএ ॥— ২য় পুথি।
পদধূলি লাগে গাএ— ৩য় ঐ।

২। দোলন হইয়া গলে ঢুল— ২য় ঐ।

৩। [তখম শচী রাণী নিমাইর কথা শ্রবণ কর্যা বাছাকে কোলে লইয়া বল্‌ছেন—

বাছা মা বল্যা ডাক তুমি[১]।
খাইতে ননী দিব আমি[২]॥
তুহ্মি জাকে বল মা।
ওহার জন্ম হবে না[৩]॥ ৩৫

([তখন গৌরাঙ্গ] শচীর কথা শ্রবণ করিআ বলিতেছেন)—
শুন শুন শচী ঠাকুরাণী।
আহ্মা বিদায় কর তুমি॥
শুনিআ গৌরাঙ্গের কথা।
বলিলেক শচী মাতা॥

কথা।

([তখন] রোদন করিআ শচীমাতা বলিতেছেন—
বাছা ঘরে বসি[৪] ননী খাও।
বিধুমুখে বোল মাও॥

শুনিআ গৌরাঙ্গের কথা বলিলেক শচীমাতা
আমার ঘরে কিবা নাই।
ক্ষীর সর মাখ্যম করা ঘরেত রহিছে পড়্যা
ভাণ্ড ভরিআ রহিআছে ঠাই (ঠাঁই)]—২য় পুথি।

১। মা বলিআ ডাক তুমি— ২য় পুথি।
২। ক্ষীর ননী দিব আমি— ৩য় ঐ।
৩। একবার জাক বোল মা।
তার জনম হবে না॥— ২য় ঐ।
তুমি যারে বোল মা।
তাহার জন্ম হবে না— ৩য় ঐ।
৪। 'বসি' স্থলে 'বঁস্যা'— ২য় ঐ।

কথা।

ক্ষীর সর ননী খাইএ।
বিপ্রের কথা বিস্মরণ হইএ॥

আপন মাতার গৃহেতে শয়ন করিআ নিদ্রা যাইতেছেন (এবং) স্বপ্ন দেখ্যা জাগিত হইআ গৌরাঙ্গ কহিতেছেন—

দিশা।

ক্ষীর সর ননী প্রভু করিআ ভোজন[১]।
রত্নময় সিংহাসনে করিল শয়ন॥ ৪০
নিদ্রায় পীড়িত হইআ শচীর নন্দন।
স্বপ্নে দেখে ব্রজলীলা শ্রীবৃন্দাবন[২]॥
জাগ্রত হইআ প্রভু কান্দিআ উঠিল।
শ্রীমতী রাধিকা আমার কথাতে রহিল॥ ধু॥
জয় রাধে শ্রী রাধে বল্যা।
গৌরাং চান্দ উঠ্যাছে কান্দ্যা[৩]॥

কথা।

([গৌরাঙ্গ] রোদন করিতেছেন আর বলিতেছেন—
কথাএ রহিল আহ্মার রস বৃন্দাবন।
কথাএ রহিল আহ্মার সর্ব্ব গোপীগণ॥

১। ক্ষীর সর ননী লইয়া প্রভু করিলা ভোজন—২য় পুথি।
২। স্বপ্নেতে দেখিল গোরা শ্রীবৃন্দাবন— ৩য় ঐ।
৩। গৌর উঠে কান্দ্যা কান্দ্যা— ২য় ঐ।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি।
গৌরাঙ্গ উঠিল কান্দি॥— ৩য় ঐ।

কথাএ রহিল আহ্মার কালিন্দী যমুনা।
কথাএ রহিল আহ্মার মথুরার থানা॥ ৪৫
কবে জাইব আমি সেই ব্রজপুরে।
[কবে] স্নান করিব আমি রাধাকুণ্ডনীরে॥ ধু।
কবে পাব সাধু সঙ্গ।
জাব কবে রাধাকুণ্ড[১]॥
রাধাকুণ্ডে করিআ স্নান।
পবিত্র করিব জ্ঞান[২]॥
আহ্মার এমন ভাগ্য কবে হবে।
শ্রীরাধার চরণ পাবে॥

[(রোদন কর‍্যা গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

রাধার নামটি গুরু আমার ও সে নামটি সার।
রাধার নামটি হৃদে জপি শমন হবে পার[৩]॥ ৫০

১। কবে পাইব রাধাকুণ্ড— ২য় পুথি।
আমি কবে পাবে রাধাকুণ্ড।
কবে পাবে সাধুসঙ্গ॥— ৩য় ঐ।

২। শ্রীরাধাকুণ্ডে গিয়া করিবেক স্নান।
পবিত্র করিব আমি হৃদের জে জ্ঞান॥—২য় ঐ।

৩। রাধা নামে আমার গুরু।
ওই নাম কল্পতরু॥
রাধার নাম জাপ কর।
ভবনদী হবে পার॥ ৩য় ঐ।

ঊাঊ।

আমি যদি কল্পতরু।
শ্রীরাধা প্রেমের গুরু[১] ॥
বৃন্দাবন পড়িল[২] মনে।
জলধারা বহে দুই নআনে[৩] ॥]

কথা।

([তখন] ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র কি কার্য্য করিতেছেন ? গঙ্গার তীরেতে থাক্যা নিমাইর পন্থ নিরীক্ষণ করিতেছেন[৪]।)

গঙ্গার নীর হইতে বিপ্র তটেতে উঠিআ।
ওমনি রহিল নিমাইর পন্থ নিরক্ষিআ ॥ ধু ॥
প্রেম দিবে বাছা বোল্যাছিলে।
মাএর কোল পাইআ বাছা ভুল্যা রহিলে[৫] ॥

কথা।

(তখন সেই বিপ্র রোদন করিআ কহিতেছেন)—

১। রাধা সে আমার গুরু— ৩য় পুথি।

২। 'পড়িল' স্থলে 'হইল'— ঐ।

৩। প্রেমধারা দুই নআনে— ঐ।

৪। তবে সেই ত্রিকালজ্ঞ কি কার্য্য করিল।
গঙ্গাজলে থাকি গৌর নিরক্ষণ করিল ॥— ঐ

৫। প্রেম দিতে বল্যাছিলে।
মাএর কোল পাইআ ভুল্যা গেলে ॥— ২য় ঐ।
প্রেম দিব বলি (নিমাই) বলিলে আমারে।
মাএর কোল পাই নিমাই ভুলিয়া রহিলে ॥— ৩য় ঐ।

শ্লোক।

কর্ত্তা ত্বমেব গোবিন্দ মম সর্ব্ব-নিবেদিতং।

অহং যন্ত্র ত্বঞ্চ যন্ত্রী ন মে দোষা ন মে গুণাঃ॥ ধু। ৫৫

আহ্মি যন্ত্র তুহ্মি যন্ত্রী।

জেমনি বাজাও তেহ্মনি বাজি॥

আহ্মার দশা দেখ্যা ভারি।

দয়া না হইল্ ব্রজের হরি॥

দীন হীন কাঙ্গালের পানে।

হের গৌর নআন কোণে[১]॥

নাম শুন্যা আইল ধাইআ।

দয়া নাই কাঙ্গাল জান্যা[২]॥

কি কর মাএর কোলে থাকি।

ভজনহীন কাঙ্গালে ডাকি[৩]॥ ৬০

([তখন] ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র রোদন করিতেছেন আর কহিতেছেন)—

দিশা।

প্রেম দিবে বলি বাছা গেলি রে বলিআ[৪]।

ছাল্যা বুদ্ধি নিমাই কেনে রহিলে ভুলিআ॥

১। হের গৌর দুই নয়ানে— ২য় পুথি।

২। তোহ্মার নাম শুনি আইলাম ধাইআ।

দয়া না হৈল্ কি লাগিয়া॥— ঐ।

দয়া না হইল্ কাঙ্গাল বল্যা— ৩য় ঐ।

৩। আমি দীনহীন কাঙ্গালে ডাকি— ২য় ঐ।

৪। 'বলি' স্থলে 'বল্যা' ও 'বলিআ' স্থলে 'ভাড়িআ'— ঐ।

ব্রাহ্মণ ঔরসে আমি যদি হই ব্রাহ্মণ।
সন্ধ্যা গায়ত্রীতে যদি আমি হই উপাসন[১] ॥
তবে নিমাই ব্রহ্মশাপ দিবাম অখন[২]।
প্রাতঃকালে চল্যা জাও ব্রজভুবন[৩] ॥ ধু।
এই শাপ দিল আহ্মি।
[নগ্যার[৪] বাহির হও তুহ্মি ॥]

কথা।

নিমাইকে শাপিআ পুনি ভাবে মনে মন[৫]।
পুনরপি শচীকে বোলে শাপের[৬] বচন ॥ ধু। ৬৫
এই শাপ[৭] দিলাম তোরে।
[রাণী] কান্দ্যা ফির ঘরে ঘরে ॥

কথা।

(এহ্মত কালীনেতে মালানী সই গঙ্গার জল ভরিএ কাকে কুম্ভ করিআ ওর্মনি বিপ্রের বদন আলোকন করিতেছেন আর বলিতেছেন[৮]) ।

১। সন্ধ্যা গায়ত্রী আমি করি উপাসন— ৩য় পুথি।
২। তবে নিমাই তোকে ব্রহ্মশাপ দিব এইক্ষণ—২য় ঐ।
৩। তবে নিমাই তোকে আমি ব্রহ্মশাপ দিব।
প্রাতঃকালেতে নিমাই ব্রজপুরে জাব ॥ — ৩য় ঐ।
৪। 'নদ্যার' স্থলে 'প্রাতে'— ঐ।
৫। নিমাইকে শাপ দিআ বিপ্রে ভাবে মনে মন—২য় ঐ।
৬। 'শাপের' স্থলে 'সেই শাপ'— ঐ।
৭। 'এই শাপ' স্থলে 'ব্রহ্মশাপ'— ৩য় ঐ।
৮। 'আলোকন করিতেছেন আর বলিতেছেন' স্থলে 'নিরক্ষণ করি কহিতেছেন'— ২য় ঐ।

নদীয়ার মাল্যানী[১] সই কাকে কুম্ভ লইআ
ওম্‌নি রহিলেন বিপ্রের বদন নেহালিআ[২] ॥ ধু ।
অহে বিপ্র কি বলিলে ।
শচীবধের ভাগী হইলে[৩] ॥

কথা ।

তথা হোন্তে মাল্যানী সই করিল গমন ।
শচীর নিকটে আস্যা[৪] দিল দরশন ॥
কি কর গৌরাঙ্গের মা কি কর বসিআ ।
কালি প্রাতে জাবে নিমাই তোহ্মারে ছাড়িআ[৫] ॥ ১০

(মাল্যানীর মুখে এহ্মনি কথা শ্রবণ করিআ শচী রোদন করিতেছেন ।)

ধুআ । [করুণ ।]

মাল্যানী সই কি বোলিলে[৬] ।
হৃদের আনল জ্বালা দিলে ॥

---

১ । 'মাল্যানী' স্থলে 'মালিনী'— ৩য় পুথি ।
২ । অমনি রহিল বিপ্রের বদন হানিআ — ২য় ঐ ।
'নেহালিয়া' স্থলে 'হেরিআ ৩য় ঐ ।
৩ । অএ বিপ্র কি করিলি ।
শচীবধের ভাগী হইলি ॥ ঐ ।
৪ । 'আস্যা' স্থলে 'গিআ'— ২য় ঐ ।
৫ । কাল প্রাতে যাইব গৌর তোমাকে ছাড়িআ —ঐ ।
প্রভাতে জাইব নিমাই সন্ন্যাসী হইআ—৩য় ঐ ।
৬ । ওহে মালিনী সই কি করিলি— ঐ ।

দিশা।

গোরা ছাড়িআ জাবে জথন শুনিল।
শচীর মুণ্ডেতে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল[১] ॥ ধু।
কি শুনিলাম মাল্যানীর মুখে।
নিশাভাগে নিমাই ছাড়ি জাবে মোকে[২] ॥
এই কথা শুনি শচী করএ রোদন।
মাএরে ছাড়িআ জাবে বাছা ব্রজভুবন ॥
পুনঃ পুনঃ শচী মাএ কহিছেন কান্দিআ।
অনাথ করিআ বাছা জাবি রে ছাড়িআ ॥ ৭৫

[(পুনশ্চ শচী মাতা রোদন করিতেছেন আর কহিতেছেন—
———ও নদ্যাবাসী রে
অদ্য নিমাইর ব্রহ্মশাপ হইআছে গো[৩] ।)

তাঁঠ।

আমারে অনাথ করি।
ব্রজে নিমাই জাবে চলি[৪] ॥]

১। গৌর ছাড়ি যাইব বুলি জখনে শুনিল।
শচীর মুণ্ডে বজ্রঘাত তখনে পড়িল ॥— ২য় পুথি।
শচীর মাথাতে জেমন বজ্র ভাঙ্গি পৈল— ৩য় ঐ।

২। কি শুনিল মালিনীর মুখে।
নিমাই মোরে ছাড়ি জাবে ॥— ঐ।

৩। আমার নিমাইকে ব্রহ্মশাপ হইআছে— ঐ।

৪। আমাকে অনাথ করিআ।
ব্রজপন্থে নিমাই জাবেন চলিআ ॥—আদর্শ পুথি।
নিমাই জাবে ব্রজপুরী— ৩য় ঐ।

কথা।

এমত কালীনেতে কেশব ভারতী গুরু মনেতে ভাবিআ।
[ধ্যান ভঙ্গ করি ডাকে শ্রীহরি বলিআ[১] ॥]
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জে ধ্যানেতে দেখিল।
নদীয়া নগরে হরি অবতীর্ণ হইল॥
তথা হোন্তে সন্ন্যাসী[২] গোসাই গমন করিল।
নদীয়া নগরে আসি উপস্থিত[৩] হইল॥ ধু।
ভারতী শচীর দ্বারে থাকিআ[৪]।
ডাকে নিমাইর মা বলিআ॥ ৮০

দিশা।

শচী শচী বল্যা মুনি ডাকিতে লাগিল।
নিজগৃহে থাকিআ শচী শ্রবণে শুনিল[৫]॥ ধু।

১। (হেন কালেতে কেশব ভারতী ধ্যান ভঙ্গ করিআ হরি হরি বল্যা ডাকিতেছেন।)

হেন কালে কেশব ভারতী গুরু মনে ভাবনা কর‍্যা।
ধ্যান ভঙ্গ কর‍্যা ডাকে শ্রীহরি বলিআ॥— ২য় পুথি।

২। 'তথা হোন্তে সন্ন্যাসী' স্থলে 'তথা হোতে ভারতী'— ঐ।

৩। 'উপস্থিত' স্থলে 'উপনীত'— ২য়-৩য় ঐ।

৪। 'দ্বারে থাকিআ'—স্থলে 'দ্বারেতে দাড়াইআ'— ২য় ঐ।

৫। শচী শচী বলি বিপ্র ডাকিআছে।
নিজ গৃহে থাকি শ্রবণ করিছে॥— ৩য় ঐ।

বিষ্ণুপদ ।*

উচ্চ পদে[১] শচী মাএ ।
সন্ন্যাসীর পানে ধাএ ॥
কেশব ভারতী গুরু [তখন] নআনে দেখিল[২] ।
সন্ন্যাসীকে দেখি শচী কান্দিতে লাগিল ॥ ধু ।
আঙ্কার মনে হেন লএ ।
এই বেটা সন্ন্যাসী নহে ॥
সন্ন্যাসীর রূপ ধরি ।
[নিমাইকে লই জাবে হরি[৩] ॥] ৮৫

কথা ।

([তখন] শচী রোদন করিআ সন্ন্যাসীরে রত্নসিংহাসন দিআ বিবিধ প্রকারে কাকুতি করিতেছেন ।)

দিশা ।

সন্ন্যাসী নিকটে শচী করিল গমন[৪] ।
সন্ন্যাসীকে দিল নিআ রত্ন সিংহাসন ॥
চরণে ধরিআ তবে[৫] বোলে নিমাইর মাই ।
সিংহাসনে বৈস প্রভু ভারতী গোসাই ॥

---

* । 'বিষ্ণুপদ' স্থলে 'ত্রিপদী—করুণ'—২য় পুথি ।
১ । 'উচ্চপদে' স্থলে 'উচ্চস্বরে'— ঐ ।
২ । কেশব ভারতী গুরু তখন দরশন দিল— ঐ ।
৩ । 'হরি' স্থলে 'ধরি' ।— আদর্শ পুথি ।
৪ । সন্ন্যাসী নিকটে গিআ দিল দরশন— ২য় ঐ ।
৫ । 'তবে' স্থলে 'তখন'— ঐ ।

(শচীর কথা শ্রবণ করিআ ভারতী গোসাঞি বলিতেছেন ।)

একাদশী উপবাসী হইআছি আমি ।

[নিমাইরে দেখাইআ ব্রত পারণা কর তুমি[১] ॥ ধু ॥]

[আগে নিমাই দেখাও তুমি ।।

পাছে পারণা কর্‌ব আমি ॥

কথা ।

(ভারতী গোসাইর কথা শ্রবণ করিআ শচী রাণী বলিতেছেন[২] ।)

শুন শুন ওগো প্রভু ভারতী গোসাঞি ।

নিদ্রাতে আছএ আহ্মার ছাওআল নিমাই[৩] ॥ ধু । ৯০

আগে পারণা কর তুমি ।

পাছে নিমাই আনি দিব আহ্মি[৪] ॥

কথা ।

(শচীর কথা শ্রবণ করিআ ভারতী ক্রোধদৃষ্টিতে শচীরে আলোকন করয়া কহিতেছেন)—

দিশা ।

এই কথা সন্ন্যাসী[৫] গোসাঞি শচীর মুখেতে শুনিআ ।

[দাড়াইল ভারতী গোসাঞি ক্রোধদৃষ্টি হৈআ[৬] ॥ ধু ।]

১। *নিমাইকে দেখিআ শচী পারণা করাও তুমি—আদর্শ পুথি।*

২। ভারতীর কথা শ্রবণ করিআ।
শুন শুন অগো গোসাই শুন মন দিআ ॥— ৩য় ঐ।

৩। নদীয়াতে আছে মোর বাছা নিমাই— ২য় ঐ।

৪। পাছে নিমাই দিব আমি— ৩য় ঐ।

৫। 'সন্ন্যাসী' স্থলে 'ভারতী'— ২য় ঐ।

৬। অকালে সন্ন্যাসী গোসাঞি ক্রোধযুক্ত হইআ—আদর্শ পুথি।

শুন ওগো শচী মাই।
ব্রহ্মশাপ বুঝি ভয় নাই[১] ॥
আজি আমি এই করিব।
শাপে নৈদ্যা জ্বালাইব[২] ॥

কথা।

(সন্ন্যাসীর ক্রোধ দেখ্যা শচী ভয়ে পীড়িত হইআ আপনার মন্দিরে গমন করিতেছেন[৩] ।)

তথা হোনে শচী রাণী করিল গমন।
আপনার গৃহে আসি দিলা দরশন[৪] ॥ ৯৫
তখনেতে শচী মাতা প্রবঞ্চনা করিআ।
নদীয়ার একটী ছাওআল কোলেতে করিআ ॥
নেতের আঞ্চল দিআ সেই ছাল্যাকে ঢাকিআ।
ভারতীর কাছে শচী উত্তরিল গিআ ॥

কথা।

([তখন] শচীর কোলে ছাল্যাকে দেখি মুনি গোসাঞি ভাবনা করিতেছেন,—নিমাই হএ কি না হএ [কোন প্রকার করি

১। ব্রহ্মশাপের ভয় নাই— ২য় পুথি।
২। শাপে নদ্যা লইআ জাইব— ঐ।
৩। 'নিজ গৃহে করিল গমন'— ঐ।
৪। তথা হোতে শচী রাণী গমন করিল।
আপনার মন্দিরে আস্যা উপনীত হইল ॥— ঐ।

জানিবাম গো]। ভারতী বোলেন,—আমি রাধা রাধা বলিআ ডাকি [ব্রজলীলা শ্রবণ কর‍্যা তখন ছাল্যা অমনি মুখ লুকাইআ রহিলো[১]।])

দিশা।

শচীর কোলে মুনি জখন ছাল্যাকে দেখিল।
রাধা রাধা বোলিআ মুনি ডাকিতে লাগিল॥
তখন ভারতী গোসাই ধ্যান আচরিল[২]।
এই ছাল্যা শচীর না হএ[৩] ধ্যানেতে জানিল॥
ধ্যানেতে বিরূপ দেখি ক্রোধযুক্ত হইআ[৪]।
অগ্রগামী[৫] হইআ ডাকে শচী শচী বোল্যা॥ ১০০
সন্ন্যাসীর ক্রোধ দেখি শচী গমন করিল।
নিমাইকে কোলে করি শচী পুনরপি আইল[৬]॥

১। (শচীর কোলেতে গোসাই ছাল্যা জে দেখিআ মুনি ভাবন করিআছেন,—কিবা জানি নিমাই কি হএ কি না কেমনে জানিবে। ভারতী বোলে আমি রাধা রাধা বলি ডাকি। অথন আমি ব্রজলীলা করিব স্মরণ।)

মুনি রাধে রাধে বলি ডাকিবে জখন।
ওই নিমাই হইলে জে করিবে রোদন॥— ৩য় পুথি।

২। 'ধ্যান আচরিল' স্থলে 'ধ্যানেতে বসিল'— ঐ।

৩। 'এই ছাল্যা শচীর না হএ' স্থলে 'এই ছাল্যাটি শচীর নহে' ২য় ঐ।

৪। 'বিরূপ' স্থলে 'বিরোধ' ও 'ক্রোধযুক্ত' স্থলে 'ক্রোধমুখ'— ঐ।

ধ্যানেতে দেখিআ মুনি ক্রোধ জে হইআ— ৩য় ঐ।

৫। 'অগ্রগামী' স্থলে 'উগ্রামি (?)'—২য় ও 'উগ্র'— ৩য় ঐ।

৬। নিমাইরে কোলেতে করি পুনশ্চ আসিল— ২য় ঐ।

নিমাইচাঁদ কোলে করি পুনরপি আইল— ৩য় ঐ।

আজানুলম্বিত বাহু[১] ছাল্যাকে দেখিআ।
ভূমিতে পড়িল মুনি গলে বসন[২] দিআ॥
পুনরপি রাধা বোল্যা ডাকিতে লাগিল।
মাএর কোল হোতে ছাল্যা ভূমিতলে পৈল[৩]॥

(তখন ভূমিতে থাক্যা নিমাই ভারতীকে ব্রজ[illegible]া জিজ্ঞা-সিতেছেন[৪]।)—

ধুআ।

আর কথা বল্য[৫] পাছে।
রাধা নি কুশলে আছে[৬]॥
শ্রীবৃন্দাবন পড়িল মনে।
প্রেমধারা[৭] দুই নআনে॥ ১০৫

১। 'বাহু' স্থলে 'ভুজ'— ২য়-৩য় পুথি।

২। 'বসন' স্থলে 'বস্ত্র'— ৩য় ঐ।

৩। রাধা রাধা বলি ডাকিতে লাগিল।
মাএর কোল হইতে নিমাই ভূমিতে পড়িল॥— ঐ।

৪। কথা—তখন গৌরাঙ্গ চান্দ কি কর্ম্ম করিল।
ভূমিতে পড়িয়া নিমাই রোদন করিল॥
ব্রজের বার্ত্তা মুনির ঠাই জিজ্ঞাসা করিল।— ঐ।

৫। 'বল্য' স্থলে 'বলিয়'— ঐ।

৬। আমার রাধা প্যারি কেমন আছে— ঐ।

৭। 'প্রেমধারা' স্থলে 'জলধারা'— ২য় ঐ।

কথা।

নিমাইকে দেখিআ ভারতীর রহস্য হইল[১]।
একাদশীর উপবাসী পারণা করিল[২] ॥
পারণা করিআ গোসাই করিল গমন।
রত্ন সিংহাসনে গিআ[৩] করিল শয়ন ॥ ধু।
রত্ন সিংহাসনে শুইআ।
ডাকে হরি হরি বোল্যা ॥
তখনে শচীমাতা কি কার্য্য করিল।
বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বল্যা ডাকিতে লাগিল ॥
তাহা শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া গমন করিল[৪]।
শচীর নিকটে আসি দরশন দিল[৫] ॥ ১১০
কি লাগিআ ডাকিআছ শচী ঠাকুরাণী[৬]।
উচ্চস্বর শুনি মাগো ধাইআ আল[৭] আমি ॥

(তখন শচীমাতা কহিতেছেন—
[অগো বিষ্ণুপ্রিয়া] [আমার] গৌরাঙ্গের ব্রহ্মশাপ হইআছে গো।
কাল প্রাতঃকালে নিমাই ব্রজেতে জাবে গো।) ঠাঠ।

১। ভারতী নিমাইকে দেখ্যা হরসিত হৈল— ২য় পুথি।
নিমাই দেখি ভারতী গোসাই দণ্ডবত হইআ— ৩য় ঐ।
২। 'করিল' স্থলে 'করে গিয়া'— ঐ।
৩। 'রত্ন সিংহাসনে গিআ' স্থলে 'রত্নময় সিংহাসনে'— ২য় ঐ।
৪। 'গমন করিল' স্থলে 'করিল গমন'— ঐ।
৫। 'দরশন দিল' স্থলে 'দিল দরশন'— ঐ।
৬। কি লাগি ডাকিলা মোকে ইত্যাদি— ঐ।
৭। 'ধাইআ আল' স্থলে 'ধাই আইলাম'— ঐ।

নিদ্রার ছলে জাইগ্যা থাক।
ছাড়ি জাইতে ধরি রাখ[১] ॥]

দিশা।

[তখন শচী মাএ]

বিষ্ণুপ্রিয়ার হস্তে গৌর সমর্পিআ দিল।
পুত্র পুত্র বল্যা শচী কান্দিতে লাগিল[২] ॥ ধু।
বধূ [গৌর] সপ্যা দিলাম তোমার হাতে।
মাএ পাষাণ লইলাম বুকে[৩] ॥
গৌর-রত্ন দিলাম আমি।
সাবধানে রাখ তুমি ॥ ১১৫

কথা।

শুন শুন বিষ্ণুপ্রিয়া বলি তোহ্মার ঠাই।
এক নিমাই বহি আমার আর লক্ষ্য নাই ॥ ধু।
নিমাইর দুই চারি ভাই নাই।
রবে মাএ তার বদন চাই[৪] ॥
গৌর রত্ন দিলাম তোরে।
পড়ি রহিলাম শূন্য ঘরে ॥

১। সচেতনে গৌরাঙ্গ রাখ।
তুমি সচেতনে থাক।
ছাড়ি জাইতে ধরি রাখ ॥— ৩য় পুথি।

২। শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়ার হস্তে গৌর দিল সমর্পিআ।
কান্দিতে লাগিল শচী পুত্র পুত্র বল্যা ॥— ২য় ঐ।

৩। পাষাণ তুল্যা দিলাম আহ্মার বুকে— ঐ।
মাএ পাষাণ তুলি দিল বুকে— ৩য় ঐ।

৪। রবে মাএ কার মুখ চাই— ঐ।

(তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

ত্রিপদী।

কান্দ্য না গো শচী মা।
আম্মা রাখা জাবে না[১]।
ব্রহ্মশাপ হইআছে আম্মার॥
[মাগো আশীর্ব্বাদ কর মোরে।
যেমন ব্রজনাথে দয়া করে॥] ১২০
ব্রহ্মশাপ হইল ভারি।
আজু ত রহিতে নারি॥
ব্রহ্মশাপে বিষম জ্বালা।
সোণার অঙ্গ কৈল কালা॥

কথা।

(গৌরাঙ্গের কথা শ্রবণ করিআ শচীমাতা কহিতেছেন)—

ধুআ।

আএ বাছা কি বলিলে।
বজ্রঘাত বুকে দিলে[২]॥

১। আমা রাখতে পার্ব্বে না— ২য় পুথি।
আমারে আর ত পাবে না— ৩য় ঐ।
২। বাছা তুমি মোকে কি বলিলে।
বজ্রঘাত মাএর বুকে দিলে॥— ২য় ঐ।
অগো বাছা কি করিলি।
বজ্রঘাত বুকে দিলি॥—৩য় ঐ।

দিশা।

ত্রেতা যুগেতে ছিল অপুত্র দশরথ।

যজ্ঞ করি পাইল পুত্র[১] রাম ভাগবত ॥ ধু।

যেমন রামশোকে দশরথ মৈল।

তেম্‌নি দশা শচীর হইল[২] ॥ ১২৫

দিশা।

রামশোকে মরিআ গেল[৩] দশরথ পিতা।

তেমন করি মরিআ জাবে [তোমার] শচী মাতা ॥

আগে নিমাই তোমার [জ্যেষ্ঠ] ভাই ছিল বিশ্বনাথ নাম।

সেহ মোকে ছাড়িআ গেল পাইআ হরির নাম[৪] ॥

(তখনে গৌরাঙ্গ শচীমাতাকে কহিতেছেন)—

[ঐঐ]

বিশ্ব ছিল জ্যেষ্ঠ ভাই।

আমি তার তালাইসে জাই[৫] ॥

কথা।

[তখন] রোদন করিআ শচী মাতা কহিতেছেন)—

১। 'পাইল পুত্র' স্থলে 'পাইয়াছিল'— ২য় পুথি।

২। [যেমন] মাকে ছাড়ি রাম বনে গেল।
তেমন দশা শচীর হৈল ॥— ঐ।

৩। 'শোকে মরিআ গেল' স্থলে 'শোকেতে মৈল'— ঐ।

৪। (তখন কান্দি কান্দি শচী বলিতেছেন)—
ওগো তোমার ভাই ছিল বিশ্বনাথ।
সে মোরে ছাড়িআ গেল পাই হরিনাথ ॥—৩য় পুথি।

৫। আমি তান উদ্দেশে জাই— ঐ।

ভাট।

[ও বাছা নিমাই রে—

বিষ্ণুপ্রিয়া ভুজ তুলি।

ধূলাএ বাহে গড়াগড়ি ॥

(শচী মাতা রোদন করিআ কহিতেছেন)]—

ছাড়িআ জাবে অগো বাছা [তার] নাই দায়।

ঘরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায় ॥ ধু। ১৩০

বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ ঘরে।

কি দিআ পুষিমু[১] তারে ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া সোণার কমল।

না জানিল দুঃখের বেদন[২] ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া রাজার ঝি।

ওহার উপায় হইব কি ॥

কথা।

(তখনে গৌরাঙ্গ কহিতেছেন,—শচীমাতা [তুমি] কান্দ্য না গো, আহ্মার কথা শুন [গো মা]।)

ধুআ।

অকারণে কান্দ তুমি।

তোহ্মার সঙ্গে আছি আমি ॥

নয়ান মুদিআ দেখ তুমি।

তোহ্মার কোলে আছি আমি ॥ ১৩৫

১। 'পুষিমু' স্থলে 'তুষিব'— ৩য় পুথি।

২। 'জানিল' স্থলে 'জানে'— ২য় ঐ।

না জানে সে দুঃখের খবর— ৩য় ঐ।

কথা।

(তখনে শচীমাতা বলিতেছেন—ও গৌরাঙ্গ বাছা[১] তুমি জাবার কালে একবার মা বোল্যা ডাক। [বলি রে ও বাছা তুমি সত্য করি বোল দেখি ও গৌরাঙ্গ হে।] (তাহা) দেখিএ বাছা গৌরাঙ্গ বোলে,—ওগো শচী মাতা আহ্মি জাবার কালে একবার সত্য মা বোল্যা ডাক্যা জাব[২]।)

ধুআ।

আহ্মি মা বোলিব তোহ্মারে।
মোকে ব্রজনাথে দয়া করে॥

ত্রিপদী।

তখন রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া রন্ধনশালাতে গিআ
মনের মত করএ রন্ধন।
অন্নপাত্রে অন্ন লইআ কোটরাএ ব্যঞ্জন জড়িআ
বিষ্ণুপ্রিয়া সমুখে দাড়াইল। ধু।
ভোজন কর ওগো হরি।
মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করি॥

পদ।

এই কথা শুনি গৌরাঙ্গ আপনার নিজ গৃহে দিলা দরশন।
স্থবর্ণের থালাএ প্রভু করিল ভোজন।
সোণার ভৃঙ্গারের জলে প্রভু কৈল আচমন॥

১। 'ও গৌরাঙ্গ বাছা' স্থলে 'ও বাছা নিমাই রে'—২য় পুথি।
২। 'একবার সত্য মা বোল্যা ডাক্যা জাব' স্থলে
'তোহ্মা সুধাইআ জাইবাম গো—' ঐ।

আচমন করি হরি তাম্বুল ভক্ষিল।
শয়ন মন্দিরে গৌর জাইতে আশা কৈল[১] ॥ ধু। ১৪০

[(তখন কান্দ্যা কান্দ্যা বিষ্ণুপ্রিয়া বলিতেছেন)—

ভাট।

আমার এই জনমের মতে।
অন্ন দিলাম প্রভুর পাতে ॥
সোণার থালে দিলাম ভাত।
খাও প্রভু জগন্নাথ[২] ।]

দিশা।

তখনে জে বিষ্ণুপ্রিয়া কি কার্য্য করিল।
নানাবিধি পুষ্প তুলিআ পালঙ্গ লাসিল[৩] ॥

১। 'এই কথা শুনি……আশা কৈল' স্থলে—
আপনার গৃহে গৌর করিল গমন।
সোণার থালেতে অন্ন করিল ভোজন ॥
ভোজন করিআ প্রভু আচমন কৈল।
আচমন করি প্রভু তাম্বুল ভক্ষিল।
ভোজন করিআ প্রভু মুখ পাখালিল ॥—৩য় পুথি।

২। ভোজন কর প্রাণনাথ।
দিলাম এই জনমের ভাত ॥
(আমার) এই জনমের মত।
অন্ন দিলাম তোহ্মার পাত ॥—আদর্শ পুথি।

৩। 'তুলিআ' স্থলে 'দিআ'—২য় পুথি এবং 'আনি'—৩য় পুথি।
'লাসিল' স্থলে 'লাছিল'— ঐ।

(কিমতে বিষ্ণুপ্রিয়া পুষ্প তুলিল তাহে শুন[১] ।)—

পুষ্পের নাম ।

ফুল মালতী জুথি কদম্ব শ্রীফল ।
গন্ধরাজ মাসী (?) কিবা কাঞ্চন দগর ॥
পারিজাত অশোক কিংশোক কৈতকী ।
নীল কদম্ব নাগেশ্বর আর আমলকী ॥ ১৪৫
কেতুআ কেতকী পুষ্প বকুল বিল্বদল ।
* * *
চিতা অমরা চিতা সুগন্ধিনী ।
কনক চাপা গন্ধ চাপা চাপা সুরঙ্গিনী ॥
দ্রোণের তৃণের আর ভাণ্ডুর অণ্ডুর (?) ।
বিষ্ণুপদী শ্বেত জবা লবঙ্গ প্রচুর ॥
মাধুআ মারুআ দলা পলাশ কাঞ্চন ।
কাঞ্চলি ছেফালি পুষ্প কুমুদ রঙ্গন ॥
শতবর্গ গন্ধরাজ বাসুকী কমল ।
স্থলপদ্ম অশোক যাদব শতদল ॥ ১৫০
চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি অশোক জঅন্তি ।
কুন্দরাজ সুকমল আর জাতি জুথি ॥
লবঙ্গ মেলি মালতী করবী কেলি কেতকী ।
নাগেশ্বর নীল কদম্ব আর আমলকী ॥
তাহে বকুল ধুনি মাধবী রঙ্গন চাপা কস্তুরী ।
পারিজাত অশোক জে কিংশোক কেতকী ॥

১। কেমত করি বিষ্ণুপ্রিয়া পুষ্প তুল্যাছেন ।
শুন শুন সাধু জন পুষ্পের বিবরণ ॥— ২য় পুথি ।

চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি জঅন্তি শতদল।
সখী ফুল মালতী যুবতী কদম্ব শ্রীফল ॥
গন্ধরাজ মালতী কিবা কাঞ্চন দগর।
বকুল করবী অপরাজিতা নাগেশ্বর ॥ ১৫৫
কনকচাপা গন্ধচাপা সুরঙ্গ রঙ্গিনী।
কনক অপরাজিতা জিতা সুগন্ধিনী ॥
তাহে একত্র মাধবী লতা আর সেফালিকা।
কস্তুরিকা তুলি আনে পলাশ মল্লিকা ॥
তাহে মুচি গন্ধ ভূমি চাপা ভাণ্ডুর পাণ্ডুর।
বিষ্ণুপদী শ্বেত জবা লবঙ্গ প্রচুর ॥
তাহে তিল কুরঙ্গিনী মাধবী লতা গন্ধ মনোহরা।
কনক অপরাজিতা দ্রোণ ধুতুরা ॥
তাহে আতসী আগস্ত স্থলপদ্ম কমল।

* * * ১৬০

শতদল মুইচা গন্ধ ভূমি চাপা।
নিশা গন্ধ জাতি জুতি তুলসীর ফুল।
নানা পুষ্প তুলিআ সকল সখীগণ।
বিষ্ণুপ্রিয়া সবে কৈল পুষ্পের সিংহাসন ॥*

---

* সংগৃহীত পুথি তিনখানিতে এই 'পুষ্পের বিবরণের' পাঠ সর্ব্বত্র এক নহে বলিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব বোধ হইতেছে। এই জন্য ২য় পুঁথির পাঠ এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

লবঙ্গ মেলি মালতী কৌরব কেলি কেতকী।
নাগেশ্বর নীল কদম্ব আমলকী ॥

কপট করিআ গৌরাঙ্গ শয়ন করিল।
পদ পানে বিষ্ণুপ্রিয়া বসিয়া রহিল* ॥ ধু।
শ্রীচরণ কমল পাশে।
নিশ্বাস ছাড়িআ বৈসে ॥

তাহে বকুল সুজনমাধুরী রাঙ্গন চাপা কস্তুরী।
পারিজাত অশোক কিংশুক কেন্তরি (কেতকী?) ॥
তাহে চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি জয়ন্তী জবা শতদল।
সখী ফুল মালতী যুতি কদম্ব শ্রীফল ॥
তাহে গন্ধরাজ মালতী কিবা কাঞ্চন দগর।
বকুল করবী অপরাজিতা নাগেশ্বর১ ॥
কনকচাপা গন্ধচাপা সারঙ্গ রঙ্গিনী।
কনক অপরাজিতা চিতা২ সুগন্ধিনী ॥
আর এক মাধবীলতা আর সেফালিকা৩।
কস্তুরিকা তুলি আনে পলাশ মল্লিকা ॥
মুচিগন্ধ ভুমিচাপা পাণ্ডব পাণ্ডুর৪।
বিষ্ণুপদী৫ শ্বেত জবা লবঙ্গ প্রচুর ॥
তাহে কনক কুরঙ্গ শতগন্ধ মনোহরা।
কনক অপরাজিতা দ্রোণ ধুতুরা ॥

১। সন্ধ্যাউৎপল করবী অগর (অগুরু) নাগেশ্বর— ৩য় পুথি।
২। 'চিতা' স্থলে 'কেতকী'— ঐ।
৩। তাহে বনধুতুরা মাধবী লতা আর ছেফালিকা— ঐ।
৪। তাহে সুগন্ধি ভুমি চাপা ভাণ্ডুর পাণ্ডুর— ঐ।
৫। 'বিষ্ণুপদী' স্থলে 'বিষ্ণুপ্রীতি'— ঐ।

---

* কপট করিআ গৌর তখনে নিদ্রা গেল।
পদ পাশে বিষ্ণুপ্রিয়া শয়ন করিল ॥ —২য় পুথি।
'পদপানে' স্থলে 'পদতলে'—৩য় ঐ

কমল[১] চরণ হৃদে থুইআ।
বান্ধে ভুজলতা দিআ॥ ১৬৫

কথা।

(গৌর বিষ্ণুপ্রিয়াকে কপট বাক্য করিয়া তুষ্ট করিতেছেন)—

ধুআ।

গৌরে[২] কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
সুখে[৩] নিদ্রা জাও গিআ॥

[তাহে আতসি আর স্থলপদ্ম পদ্ম জে কমল।
শতদল মুশ্চাগন্ধ ভুমি চাপা।
নীলা চাপা নিমগন্ধ জাতি যুথি।
তুলসী মঞ্জরী এই সব নানা ফুল।
নানা পুষ্প বিরাজিত শ্বেত পীত নিত।
নীল রক্ত চন্দ্রাতপ দোলিত॥] *
এই সব পুষ্প তবে তুলি বিষ্ণুপ্রিয়া।
নিয়োজিত গৌরাঙ্গের সাঝিতে ভরিআ† ॥

---

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
† বিষ্ণুপ্রিয়া নিয়োজিত।
গোরার শয্যা সাজিত॥— ৩য় পুথি।

১। 'কমল' স্থলে 'যুগল'—২য় পুথি।
২। 'গৌরে' স্থলে 'গৌরাঙ্গে'— ঐ
৩। 'সুখে' স্থলে 'শুই'— ঐ

([তখন] বিষ্ণুপ্রিয়া কহিতেছেন)—

আগে প্রভু শুইআ[১] নিদ্রা জাও তুমি।
চরণ সেবা করি আমি॥
আমার এই মনে সাধ করি।
নিরবধি প্রভুর বদন হেরি[২]॥

কথা।

(গৌরাঙ্গ কহিতেছেন, [ও গো বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি কান্দ্য না। আমি সন্ন্যাসেতে জাব গো।])

বিষ্ণুপ্রিয়া বাধা দিআ তুহ্মি কর্‌বা কি।
আহ্মি তোহ্মার মায়া ছাড়িয়াছি॥
ও ভুজ-বন্ধনে বাঁধিছ তুহ্মি।
সে বান্ধন কাটিছি আহ্মি[৩]॥ ১৭০

কথা।

কান্দ্যা কান্দ্যা কহে [তবে] দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
কথা জাবা প্রাণনাথ আহ্মারে ছাড়িআ[৪]॥ ধু।

১। 'শুইআ' স্থলে 'সুখে'— ২য় পুথি।

২। আমি এই মনে আশা করি।
নিরবধি চরণ হেরি॥— ঐ।

৩। বিষ্ণুপ্রিয়া [তুমি] মোরে বাঁধ কি।
তোহ্মার মায়া ছাড়্যাছি॥
জে বাঁধন বাঁধিবে তুমি।
সেই বাঁধ কাটিব আমি॥— ঐ।
জেই বান্ধন বান্ধিলা তুমি।
সেই বান্ধন কাটিব আমি॥ ৩য় ঐ।

৪। কান্দি কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
প্রভু কথাএ জাবে আমা ছাড়্যা॥ ঠাঠ।— ২য় ঐ।

ছাড়ি জাইতে চাহ তুহ্মি।
তোহ্মার সঙ্গে জাব আহ্মি ॥

কথা।

শুন শুন বিষ্ণুপ্রিয়া কহিএ তোহ্মাতে।
বিদায় করি দেও অখন জাই ব্রজপথে ॥
তুহ্মি মোরে [বুঝাও[১]] কি।
আহ্মি ব্রজপ্রাপ্তি হইয়াছি ॥

কথা।

(বিষ্ণুপ্রিয়া বোলে প্রভু জাবার কালে একবার বিষ্ণুপ্রিয়া * বোল্যা ডাক্যা জাবে নি গো প্রভু সত্য বাক্য বোল গো। তখন গৌরাঙ্গে বলিতেছেন। আহ্মি জাবার কালেতে একবার বিষ্ণুপ্রিয়া † বোল্যা ডাক্যা যাব। [তোমাকে সত্য করিআ বলিলাম গো।])

ধুআ। ‡

আহ্মা ছাড়ি যদি জাবে।
প্রভু বধের ভাগী হবে ॥ ১৭৫

দিশা।

বৃন্দাবনে জাইতে গৌর হইলেক মন[২]।
হেন কালে নিদ্রাণীকে[৩] করিল স্মরণ ॥

১। 'বুঝাও' স্থলে 'সুধাও'— আদর্শ পুথি।
*,† 'বিষ্ণুপ্রিয়া' স্থলে 'প্রাণপ্রিয়া'— ২য় ঐ
‡ 'ধুআ' স্থলে 'দিশা'— ঐ
২। বৃন্দাবনে জাইব গৌর করিলেক মন— ঐ
৩। 'নিদ্রাণীকে' স্থলে 'কাল নিদ্রা'— ঐ

কথা।

(গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—ও কাল নিদ্রাণি রে[১]

অন্তঃপুরে শচী মাকে কর অচেতন।
বিষ্ণুপ্রিয়ার দুইটী নয়ান কর রে মোহন॥

(তখন কাল নিদ্রাণী বলিতেছে,—ও গৌরাঙ্গ হে, অন্তঃপুরে শচী-মাতার চক্ষুতে ভার করিতে পার্ব্ব না। তখন কাল নিদ্রাণীর কথা শুন্যা গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

ধুআ।

তুহ্মি কাল নিদ্রাণী নাম ধর।
জীতে প্রাণ হরিতে পার॥
কেন কাল নিদ্রাণী নাম ধর।
জিতে (যদি ?) প্রাণ হরিতে পার (নার ?)॥

(শচীমাতার চক্ষুতে বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়ানেতে কেন ভার করিতে পারবে না ? তখন কালনিদ্রাণী কহিতেছে, আহ্মি যদি তান চক্ষুতে ভার করি, তুহ্মি নিশা ভাগেতে ছাড়িআ ব্রজে জাবা গো প্রভু। তাহে শোকানলেতে শচীমাতা মরিআ জাবে; বিরহেতে বিষ্ণুপ্রিয়া মরিআ জাবে। আমি জন্মান্তরে পাতকী হব গো প্রভু। তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

ধুআ।

আহ্মি ব্রজে জাইআ এ করিব।
কৃষ্ণের নাম আনিআ দিব॥ ১৮০

১। 'নিদ্রাণি রে' স্থলে 'নিদ্রা রে'— ২য় পুথি।

জেবা বোলে নারীবধে হএ মহাপাপ।
সব পাপ নষ্ট করিব ব্রজমন্ত্র করিআ জাপ॥ ধু।
আহ্মি ব্রজমন্ত্র জাপ করিআ।
নিদ্রাণীকে উদ্ধারিআ॥
এই কথা শুনি নিদ্রাণী করিল গমন।
অন্তপ্পুরে শচীমাকে করিল মোহন।
বিষ্ণুপ্রিয়ার আঙ্গিনাতে দিল দরশন॥

কথা।

(তখনে বিষ্ণুপ্রিয়া কহিতেছেন, ওগো নিদ্রাণী তুহ্মি আহ্মাকে মোহন করিঅ না।)

এই কথা কাল নিদ্রাণী জখনে শুনিল।
বিষ্ণুপ্রিয়ার কাকুতি দেখ্যা কান্দিতে লাগিল॥

(কান্দ্যা কাল নিদ্রাণী বলিতেছে)—

ধুআ।

গৌর তোরে ছাড়িআ জাবে।
দিবসে আন্ধার হবে॥

(গৌরাঙ্গ বোলিতেছেন কাল নিদ্রাণীকে)—

ধুআ।

তুহ্মি কাল নিদ্রাণী নাম ধর।
বিষ্ণুপ্রিয়া মোহন কর॥
পুনরপি নিদ্রাণীকে প্রভু আজ্ঞা করিল।
বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদে গিআ ওম্‌নি পশিল॥

নিদ্রাণী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদে (জখনে) পশিল।
বিষ্ণুপ্রিয়ার দুইটী নয়ান ঢুলু মুলু লইল॥
হেন কালে মহাপ্রভু জাগরণ হইল।
বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বল্যা ডাকিতে লাগিল॥ ধু।
বিষ্ণুপ্রিয়া আহ্মার কথা রাখ।
রাধা কৃষ্ণ বলি ডাক॥ ১৯০
প্রিয়া রাধা কৃষ্ণ যার মুখে লএ।
তার নি শমনের ভয়॥

কথা।

গৌরাঙ্গের জথ রত্ন আভরণ ছিল।
বিষ্ণুপ্রিয়ার আঞ্চলেতে সব বান্ধ্যা দিল॥

(গৌরাঙ্গ রোদন করিতেছেন আর বলিতেছেন)—

ধুআ।

আহ্মি তোহ্মারে আভরণ দিলাম।
জন্ম মত বিদায় হইলাম॥
গৌরাঙ্গের বসন বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গেতে থুইআ।
বিষ্ণুপ্রিয়ার অর্দ্ধেক বসন পরিধান করিআ॥

(গৌরাঙ্গে কহিতেছেন)—

বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বোলিআ ডাকিতে লাগিল।
বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা ভোলে তাহা না শুনিল॥ ১৯৫

(এহাতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে পূর্ব্বের সত্য কথা কহিতেছেন। চন্দ্র সূর্য্য তোহ্মারা সাক্ষী হইঅ গো।)

ধুআ।

তুহ্মি ডাক প্রাণনাথ বোল্যা।
আহ্মি ডাকি প্রাণের প্রিয়া বল্যা॥

দিশা।

(তখনে গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

ধুআ।

ডাকিলাম প্রিয়া শুন না।
কান্দ্যাহ পাছে পাবে না॥

কথা।

এহাতে জে বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তর না দিল।
কান্দিআ গৌরাঙ্গ চান্দ বাহির হইল॥

([তখন আবার] গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

ধুআ।

মন আমার কথা রাখ।
একবার প্রাণপ্রিয়া বোল্যা ডাক॥
বিষ্ণুপ্রিয়া জাগ তুহ্মি।
নদ্যা ছাড়া হইব আহ্মি॥ ২০৭

কথা।

তথা হোনে গৌরাঙ্গ চান্দ করিল গমন।
ভারতীর নিকটে গিআ দিলা দরশন॥

গুরু গুরু বল্যা নিমাই ডাকিতে লাগিল।
শুনিআ গৌরাঙ্গের কথা জাগিত হইল॥

ভারতী গোসাই তখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন)—

ধুআ।

ত্রিপদী।

রাত্রি অবসান কালে
কোকিলার স্বরে বোলে
এথা আস্যা কেবা ডাকুছে মোরে॥ ধু।
নূতন কোকিলার স্বরে।
গুরু গুরু কেবা বোলে॥

কথা।

(তাহা শুনিআ গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

ধুআ।

ওগো ভারতী গোসাঞি
আমি ব্রজের কাঙ্গাল আস্যাছি। ২০৫
গুরু তুমি এথা কর কি।
আহ্মি ব্রজের কাঙ্গাল আস্যাছি॥

দিশা।

নিমাইর মুখে এম্নি কথা জখনে শুনিল।
মন্দির হোতে ভারতী গোসাই বাহির হইল॥

শুন শুন অগো নিমাই বোলি তোহ্মার ঠাই।
শোকে মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া আহ্মার শচী মাই ॥ *

(মন্দির বাহিরে থাকিয়া গৌরাঙ্গে ডাকিতেছেন।
শচী নিদ্রাভোলে শুনে না গো।
বুঝি অখনে শচী মাই জাগিলে না।)

টাট।

শচী মাতা জাগ তুমি।
ব্রজের বিদায় মাগি আমি ॥ ২১০

(তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন,—ও শচীমাতা আমি তোকে পূর্ব্বে বল্যাছি মা বলিআ জাইতে। তুমি পুত্র বল্যা ডাকিবে। ও শচীমাতা এই ক্ষণ আমি ব্রজে আসি গো। তোমাকে আমি মা বল্যা ডাকি। তুমি পুত্র বল্যা ডাক ও শচীমাতা। অখন চন্দ্র সূর্য্য তোমরা সাক্ষী হইও।)

ধুআ।

অখন মা বল্যা ডাকি আহ্মি।
পুত্র বল্যা ডাক তুমি ॥
জাগ জাগ শচী মাই।
জাইবার কালে চরণ দেখ্যা জাই ॥

---

* আদর্শ পুথিখানি ইহার পর খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, ২য় পুথিখানিতেও মধ্যে এক পাতা না থাকায় খণ্ডিত পত্রগুলিতে কি ছিল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে অনুমানে বুঝা যাইতেছে, ভারতী গোসাঞি নিমাইকে বিষ্ণুপ্রিয়া ও মায়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিতে উপদেশ দেওয়ায় নিমাই তদুদ্দেশ্যে তাঁহাদের নিকট গমন করিয়াছেন।

আমি যদি হই কল্পতরু।
মাতা সে আম্মার গুরু॥
এহাতে জে শচীমাতা উত্তর না দিল।
কান্দিআ গৌরাঙ্গ রায় বাহির হইল॥
দশ মাস দশ দিন রাখ্যাছ উদরে।
মাগো এখন তোরে ছাড়ি আমি জাই ব্রজপুরে॥ ২১৫

ঔাঔ।

গৌর গদগদ চল্যা ছন্দে।
ফির্যা নদ্যার পানে চাহে॥

এখানে পুথির পাঠে কিছু গোলযোগ হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইতেছে। নিমাই অবশ্যই বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট গমন করিয়াছিলেন ও বিষ্ণুপ্রিয়ার নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। তাই বিষ্ণুপ্রিয়া—

কোকিলার কলরব শুনিতে মধুর।
না দেখিআ প্রাণনাথ হইল আকুল॥
চৈতন্য পাইআ বিষ্ণুপ্রিয়া উঠিআ বসিল।
না দেখিআ প্রাণনাথ কান্দিতে লাগিল॥
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
হাহা প্রাণনাথ কথাএ গেলা রে ছাড়িআ॥

ধুআ।

আমার মন দেখ্যা ভারি।
ছাড়্যা গেল ব্রজের গৌরহরি॥ ২২০

বাহির হও শচী মাই।
প্রাণনাথ ঘরে নাই ॥
কেবা চুরি প্রাণনাথ কৈল।
আমার মন্দির শূন্য হইল ॥
পুষ্পের পালঙ্গ পড়্যা রইল।
প্রাণনাথ কথাএ গেল ॥
উঠ উঠ শচী ঠাকুরাণী।
মন্দির শূন্য দেখি কেনি ॥

ত্রিপদী।

বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ গিআ শচীর দ্বারে বসিআ
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল প্রাণনাথ কথাএ গেল
মোর মুণ্ডে বজ্রঘাত দিআ ॥ ২২৫

ঐ।

প্রাণনাথ আঞ্চলে মাণিক্য ছিল।
কোন বিধি হর্যা নিল ॥
গৌরাঙ্গ জাগএ মনে।
নিদ্রা নাই দুই নআনে ॥
উঠিআ বসিল শচীমাএ।
আউদল কেশে ধাএ ॥
বসন নাইক গাএ।
* * *
শুনিয়া বধূর মুখে কথা।
* * * ২৩০

এমন কথা শচীমাতা জখনে শুনিল।
পর্ব্বত ভাঙ্গিআ শচীর মুণ্ডেতে পড়িল॥

ধুআ।

বধূ কি বলিলে অকস্মাত।
শচীর মুণ্ডে দিলি বজ্রঘাত॥
আমা ছাড়ি গেলা তুমি।
একাকী রইলাম আমি॥
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার গলে ধরি।
কান্দে হাহা পুত্র বলি॥

(তখন শচীমাতা কি কার্য্য করিতেছেন ?)

তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখে শচী নানা ইতি
গৌরাঙ্গের না পাইআ উদ্দেশ।*
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ধাএ শচী নিমাই বলিআ॥ ২৩৫
নদীয়ার বাসী সব একত্র হইল।
শচী মাতার ক্রন্দন শুনি পুছিতে লাগিল॥

(তখন শচীমাতা বল্‌ছেন)—

শুন শুন নদ্যাবাসী করি নিবেদন।
কাল সন্ধ্যাকালে আসিছেন সন্ন্যাসী একজন॥

---

* 'না পাইআ উদ্দেশ' স্থলে 'উদ্দেশ না পাইআ' হইলেই পরবর্ত্তী পদের 'ধাএ শচী নিমাই বলিআ'—চরণের সহিত মিলিত।

ত্রিপদী।

সন্ধ্যাকালে মুনি আইল আমার আঙ্গিনা রইল
ক্ষীর সর করিল ভোজন।
রাত্রি নিশা ভাগ কালে বাছাকে লইআ কোলে
কোন মতে করিল গমন॥

তাঠ।

গৌর আন্ধার নয়ানের তারা।
প্রাতঃকালে হইলাম হারা॥
নিমাই মোকে ছাড়ি গেল।
শচীর কোল শূন্য হইল॥ ২৪০

শুনিআ নদীয়ার লোক কান্দে উচ্চস্বরে।
কথা গেল নিমাই চান্দ ছাড়িয়া সমাইরে॥
একজন পথে পাএ তাকে পুছে শচীমাএ
কহ বাছা গৌরাঙ্গের কথা।

* * * *

সে বোলে দেখ্যাছি জাইতে জনেক সন্ন্যাসী সাথে
কাঞ্চন নগর পথে জাএ।
শচী বোলে মরি মরি আমার শ্রীগৌর হরি
পাছে নাকি মস্তক মুড়াএ॥

তাঠ।

শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া
ফিরে নগ্যা কাঙ্গাল হইআ।

পড়িয়া ধরণীতলে

শোকে শচীমাতা বোলে।

লাগিল দারুণ বিধি বাদে ॥ ২৪৫

অমূল্য রতন ছিল।

কোন বিধি হর‍্যা নিল।

পাবন পাবনি গৌর চন্দ্র ॥

হস্তের অলি (অঙ্গুলি ?) ভালা।

গৌরচন্দ্র কণ্ঠের মালা।

খাট পাট সোণার ডুলিচা ॥

সেই সব পড়্যা রইল।

গৌরাঙ্গ ছাড়িআ গেল।

ধড়ে প্রাণ ধর‍্যাছি মিছা ॥

কি কৈল নণ্যার বাসী।

গৌর হইল সন্ন্যাসী।

গৌরাঙ্গ ছাড়িআ গেল।

নণ্যা পুরী আন্ধার হইল।

ছট ফট করে মোর হিআ ॥ ২৫০

যোগিনী হইআ জাবে।

কথাএ গেলে গৌর পাবে।

কান্দে শচী নিমাই বলিআ ॥

ঐ।

হাহা পুত্র কথাএ গেলে।

নণ্যা কেনে আন্ধার কৈল্লে ॥

(অমনি গোপীরা সকলে বলিতেছেন)—

কেহ বোলে এই নাগর জেই দেশে ছিল।
সেই দেশের পুরুষ নারী কিরূপে বঞ্চিল॥
কেহ বোলে ধন্য পুত্র ধর্যাছিল মাএ।
কেহ বোলে কোন দেব মোর মনে লএ॥
কেহ বোলে নারীর প্রাণ আন্যাছে হরিআ।
কেহ বোলে মাতা পিতা আস্যাছে বধিআ॥
কেহ বোলে এই বাছা নিজ পতি যার।
ভাগ্যবতী সেহ নারী ভুবন মাজার॥ ২৭০
কেহ বোলে ফিরা যাও আপনা ভুবন।
কেহ বোলে না করিঅ মস্তক মুণ্ডন॥

ঔাঔ।

জে দেখি সোণার ভেশ।
না মুড়াঅ চাচর কেশ॥
তোমার মাএর কঠিন হিআ।
ছাড়্যা দিল কি লাগিআ॥
জাও রে গৌর আপনা দেশে।
তোকে সাজে না সন্ন্যাসী ভেশে॥

(তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

ও গোপীরা তোমরা মোরে বোল কি।
আমি সোণার কমল ছাড়্যাছি॥ ২৭৫

(এক বৃদ্ধ নারী গৌরাঙ্গেরে কহিতেছেন। ও বাছা আমার হস্ত পদ রহিত করা্যা বিধাতাএ সৃজন কর‍্যাছে গো। অত্যন্ত

শিশুকালীনেতে স্বামী মরিআ বিধবা হস্তে গৃহস্থ করাছি। স্বামীসুখ পুত্রসুখ কিছু না করিছি। বেদে শাস্ত্রে বোলে পুত্রমুখ দর্শনেতে চৌরাশী কুণ্ড নরক হইতে এক কুণ্ড নরক দেখে না গো বাছা।)

তাঠ।

তুমি যারে বোল মা।
তার জন্ম হবে না॥

(তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন,—আমি কেহকে মা বলি না গো। আমি আসিবার কালীনেতে শচীমাকে মা বলিলাম,—শচী মাতা উত্তর দিল না। তোমাকে মা বলিলে তুমি দিবে কি রে, ও গোপীরা।)

তাঠ।

শচী মাকে মা বলিলে।
তোম্মার দুঃখ দূরে জাবে॥

(তখন গোপী বলিতেছেন,—ও বাছা হস্ত পদ কর্ণ চক্ষু রহিত কর্য়া বিধাতাএ সৃজন করিছে। তাহা চক্ষু নাহি দর্শন কর্ত্তে, পদ নাহি তীর্থপন্থে জাইতে। তুমি জাবার কালীনেতে তুমি আমাকে মুক্ত করি জাবে নি রে ও বাছা।)

তাঠ।

আমাকে উদ্ধার করি।
পাছে হও দণ্ডধারী॥

(গৌরাঙ্গ কহিতেছেন ওগো গোপীরা গো,—আমি শচীমাতাকে বড় (?) জানি গো। শচীমাতা এ দশ মাস দশ দিন উদরে

ধর‍্যাছে। আমি শচীমাতাকে উদ্ধার কর্‌লেম না।) যথন ব্রজ হইতে শচীমাকে উদ্ধার কর্ব্বে,

জখন আসিব মাতৃ দরশনে।
মৃত দেহ মুক্ত হবে শ্রীকৃষ্ণ দেখনে॥
মাকে বল্য কাঞ্চনবাসী।
তোহ্মার নিমাই হইল সন্ন্যাসী॥ ২৮০
হেন কালীনেতে আসিলেক সন্ন্যাসী জন চারি।
অদ্বৈত গোসাঞি আইল কেশব ভারতী॥
তখন গৌরাঙ্গে প্রণাম করিল।
অম্‌নি গলে বসন দিআ গৌরাঙ্গে কহিল॥

ভাট।

ভারতী গোসাঞি

ডোর কপীন দেঅ মোরে।
বিলম্ব না সয় শরীরে॥

কেশব ভারতী বোলে বাছা শুনহ বচন।
ডোর কপীন আমি তোকে না দিব কদাচন॥
ভারতীএ বোলে বাছা গৌরাঙ্গ মহাশয়।
ছাল্যা কালীনেতে বাছা সন্ন্যাসীর যুক্ত নহে॥ ২৮৫
পঞ্চাশের উর্দ্ধ নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
গৃহস্থ আশ্রমে থাকি সাধ নিজ কর্ম্ম॥
পঞ্চাশের উর্দ্ধ হইলে রাগের নিবিত্ত।*
গ্রহণ না করাব আমি সন্ন্যাসীর মর্ম্ম॥

* নিবিত্ত—নিবৃত্তি।

ফিরা্যা ঘরে জাও তুমি।
মন্ত্র নহি দিব আমি ॥

(তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

তুমি মন্ত্র না দিবা ছিল মনে।
ঘরের বাহির কইলা কেনে ॥

(তখন ভারতী গোসাঞি কহিতেছেন)—

কোন্ প্রাণে বলিব আমি।
ডোর কপীন পরিতে তুমি ॥ ২৯০
যার শ্রীচরণে নেপুর বাজে।
তারে কি কপীনে সাজে ॥

(তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

গুরু মন্ত্র যদি নহি দিবে।
আমার বধের ভাগী হবে ॥
শ্রীবৃন্দাবনে জাবে আমি।
ডোর কপীন দিবে তুমি ॥

ঔঠ।

আমার ভাগ্য বুজি ছিল।
তেকারণে দয়া হইল ॥

(তখন ভারতী গোসাঞি বলিতেছেন)—

ও গৌরাঙ্গ হে
শচীরে অনাথ করি আস্যাছ ভাঙিআ।
শোকে মরবে শচীমাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়া ॥ ধু। ২৯৫
বিষ্ণুপ্রিয়া অনুভাগী (?)।
কে হবে তান বধের ভাগী ॥

ডোর কপীন তোকে কেবা দিব।
তোর মাএর বধের ভাগী কেবা হব ॥

(তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

ভারতী গোসাঞি
রাত্রি অবশেষে আমি দেখিলাম স্বপন।
সন্ন্যাসের মন্ত্র তুমি করাইছ গ্রহণ ॥ ধু।
কিনা ভারতী ভাব তুহ্মি।
স্বপন মন্ত্র পাইছি আমি ॥

ভাট।

আমি বৃন্দাবনে কবে জাব।
হরির নামটি কবে পাব ॥ ৩০০

(তখন ভারতী গোসাঞি কহিতেছেন)—

এখানে পুথির কতকটা পাঠ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইতেছে। কারণ, ভারতী গোসাঞি কি বলিয়াছিলেন, সেই কথাগুলি এ স্থলে জানা যাইতেছে না। অনুমানে বুঝা যাইতেছে, ভারতী গোসাঞি নিমাইকে মন্ত্র গ্রহণের পূর্ব্বে মস্তক মুণ্ডন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সেই আদেশের ফলে—

শান্তিপুরে গৌর উপনীত হইল।
উপনীত হইআ গৌর কহিতে লাগিল ॥

(তখন গৌরাঙ্গ মধু নাপিতকে কহিতেছেন)—

মধু মধু বল্যা গৌর ডাকে ঘন ঘন।
এথা আমি মধু নাপিত করাহ মুণ্ডন ॥

(তখন মধু কি কাজ্য করিতেছেন ? ভোজন করিতেছেন।

তখন মধুর ন্যাছেতু * মধুমঙ্গল বাহির হৈআ দেখি দেখি কে আস্যা মধু বল্যা ডাক্‌তেছেন। তখন ছাল্যা বাহির হৈআ গৌরাঙ্গকে দেখ্যা হরি হরি বল্‌তেছেন আর নৃত্য কর্‌তেছেন। এই প্রকার নৃত্য করিআ আপনার মাএর কোলেতে বসিআ।)

ধুআ।

সেই ছাল্যা মাএর কোলে বসি।
ডাকে হরি হরি বলি ॥

(মধু বল্‌ছেন আপনে কে আস্যাছ গো। তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

ধুআ।

মধু নাপিত কর কি।
আমি জোড় করে আস্যাছি ॥

ঊাঊ।

আমার মস্তক মুণ্ডন কর তুমি।
এ কথাটি বলি আমি ॥ ৩০৫
এই কথা মধু নাপিত জথনে শুনিল।
কর জোড় করি মধু কহিতে লাগিল ॥

ঊাঊ।

প্রভু ফির্যা ঘরে জাও তুমি।
কেশ না মুড়াব আমি ॥

---

* ন্যাছেতু—নাছ বা আঙ্গিনা হইতে।

(তখন মধু বল্‌ছেন)—

যদি ধন দিতে পার তুমি।
তবে কেশ মুড়াইব আমি॥

(তাহা শুন্যা গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

শুন শুন অ'এ মধু বলি তোমার ঠাই।
আমি ব্রজের কাঙ্গাল বটি কিছু ধন নাই॥
আমার বস্ত্র সব বিষ্ণুপ্রিয়া স্থানে বাধ্যা (বান্ধ্যা)।
বিষ্ণুপ্রিয়ার অর্দ্ধ বসন আন্যাছি পরিআ॥ ৩১০

ঐ।

অঙ্গের বসন দিব আমি।
চাচর কেশ মুড়াও তোমি॥

(তাহা শুনি মধু নাপিত করজোড় করি কহিতেছেন)—

প্রভু তোমার মাথে হাত দিআ।
কার পাএ ধরিমু গিআ॥
অমনি কিছু ধন দিআ জাও ও প্রভু।

(তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

ধুআ।

আমি তোকে ধন দিব।
ব্রজে জাইতে সঙ্গে নিব॥
মধু তোকে এই কর্‌বে।
ব্রজের বস্ত্র (বস্তু ?) আন্যা দিবে॥

আমি জ্বাবে ব্রজবাস।
তোকে কর্ব্বে হরির দাস ॥ ৩১৫

(তখন মধু বল্‌ছে)—

মুণ্ডন না কর তুমি শুন চক্রপাণি।
শচীর গৃহেতে চল ওহে গোরামণি ॥
আমি দেখ্যা আইলাম নদ্যার পুরে।
সোণার নদ্যা দেঅ কারে ॥
মুণ্ডন করহ যদি তুমি এথাএ বসি।
মরিব সকল ভক্ত জথ নদ্যাবাসী ॥
আগে মরিব শচী পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিব সকল ভক্ত তোহ্মা না দেখিআ ॥

(তখন গৌরাঙ্গ বল্‌ছেন)—

মুণ্ডন করহ আসি অএ মধু দাস।
মোর জন্যে ভক্ত সব হইব নৈরাশ ॥ ৩২০
ওহে মধু তোকে আমি বেগ্রতা করি।
মুণ্ডন কর শীঘ্র করি ॥
হরি হরি বল্যা মধু কান্দিতে লাগিল।
অচৈতন্য হইআ মধু ভূমিতে পড়িল ॥
নিমাই বোলে ওহে মধু করহ মুণ্ডন।
মোর জন্যে মরে দেখ জথ ভক্ত জন ॥
শুনহ মধু দাস তোকে বলি আমি।
মুণ্ডন না কর তুমি নষ্ট হইবা তুমি ॥
তখন মধু দেব ধর্ম্ম চন্দ্র সাক্ষী কৈল ॥
কান্দিতে কান্দিতে মধু প্রস্থান করিল ॥৩২৫

ঐ।

মধু গৌর বল্যা (কান্দি ?) উঠে।
পাছাড় খাইয়া ভূমে লোটে ॥
তখন (মধু) নাপিত আসি
প্রভুর নিকটে বসি
ক্ষুর দিল চাচর কেশে।
তাহা দেখি নদীয়ার লোকে
শোকে হইল আকুল।
দুই নআনে বহে জল ॥

ঐ।

ব্রজপুরে যাইও না।
নদ্যা আন্ধার করিঅ না ॥ ৩৩০
কি হইল (কি হইল) বোলে।
তাহে ক্ষুর নহি চুলে (চলে ?) ॥
প্রাণি মোর বিদরিআ জাএ।
মুণ্ডন করিআ কেশ।
হইআছে প্রেমের তেজ ॥
নাপিত কান্দে উচ্চস্বরে।
মুণ্ডন করিআ চলে।
স্নান করে গঙ্গার জলে ॥
গলে দিআ অরুণ বসন।
কাইল কহে লইঅ কোড়ি। (?)
কান্দে সব ব্রজনারী।

[তখন] মুণ্ডন করিআ' গৌরাঙ্গ জলেতে গিআ স্নান করি ভারতী সাক্ষাতে গিআ উপনীত হইআ (হইলেন) । এমন কালীনেতে ভারতী গোসাঞি ডোরকপীন লৈআ গৌরাঙ্গকে কহিতেছেন)—

ভারতীএ বোলে ওহে প্রভু বিশ্বম্ভর ।
ত্রিজগতের গুরু তুমি কে গুরু তোমার ॥ ৩৩৫

ঠাট ।

জগতের গুরু তুমি ।
কিনা মন্ত্র দিব আমি ॥

তখন ভারতী বলিতেছেন)—

কোন্ মন্ত্র স্বপনে পাইছ কহ মোর ঠাই ।
সত্য করি বোল প্রভু গৌরাঙ্গ গোসাঞি ॥

(তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

এই মন্ত্র পাইয়াছি আমি ।
রাধাকৃষ্ণ নাম শুধাইয়াছ তুমি ॥
এই কথা ভারতী গোসাঞি জখনে শুনিল ।
গৌরাঙ্গের দীক্ষা হইল ॥

ঠাট ।

তোমার মন্ত্র তোমাকে দিল ।
তোমার গুরু আমি হইল ॥ ৩৪০
বসন ছাড় কপীন পৈর ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ মুখে বোল ॥
অরুণ ধমলি বলি ।
ভারতী দিআছে তুলি ॥

আর দিল ডোর কপীন মস্তকে পট্টক বন্দি।
তাহাতে শুভ্যাছে অতি ॥
শুন ওহে গৌরমণি
দুইটি হাত দিআ মাথে
হাট্যা জাবে রাজপথে ॥

ঐ।

নতুন সন্ন্যাসী দেখি।
ব্রজবাসী হইল দুঃখী ॥ ৩৪৫

অল্প বয়সে বাছা হইছ সন্ন্যাসী।
সন্ন্যাসী না হইয় বাছা মাএর গৃহ নাশি ॥ ধু।

নদীয়ার সুখ ছাড়ি
শচীরে অনাথ করি
নদ্যার চান্দ হইল সন্ন্যাসী।
সন্ন্যাস করিআ বাছা গেল শান্তিপুরে।

(শচীমাতা রোদন করিতেছেন আর কহিতেছেন)—

ও নিমাই তোমাকে বলি রে
ভাগবত বান্ধ নিমাই ভাগবত ছান্ধ।
ভাগবতের কথ মধু রাম রাম বল্যা (কান্দ ?) ॥
রামচন্দ্র বনে গেল সঙ্গে গেল সীতা।
তেমত সঙ্গে করি লইআ জাও আপনার বনিতা ॥ ৩৫০
ফিরি ঘরে জা রে বাছা ফির‍্যা ঘরে জাও।
কি লইয়া দাড়াইমু ঘরে অভাগিনী মাও ॥
ফিরি ঘরে আএরে বাছা ফিরি আএ ঘরে।
কোটী কোটী সুবর্ণ দান দিব ব্রাহ্মণেরে ॥

বাছা বনবাসে রাম গেল।
জানকীরে সঙ্গে নিল॥

ঔঠ।

(পুনশ্চ শচীমাতা বলিতেছেন)—

ও নদ্যাবাসী রে তুমি আমাকে ছাড়ি
যাইয় না রে ও বাছা।

(তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

ঔঠ।

মা মন দিআ শুন তুমি।
ব্রজের পথে জাইব আমি॥

(তখন নবদ্বীপবাসীরা কহিতেছেন)—

ও গৌরাঙ্গ হে
কথা হোতে আসিআছ কথাএ জাবে তুমি।
কি নাম তোমার হএ (কহ) শুনিবারে আমি॥ ৩৫৫

(তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন)—

জেই গৌরাঙ্গের জন্যে নদীয়ার লোক হইছে কাঙ্গাল।
সেই গৌরাঙ্গ আমি শচীর ছাওআল॥

ঔঠ।

আমি আসিআছি নদ্যা হোতে॥
জাবে আমি ব্রজপথে॥

(তখন রোদন কর্যা নবদ্বীপবাসীরা কহিতেছেন)—

ঔঠ।

ও গৌরাঙ্গ হে
রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।
ব্রজে জাইব আপন সুখে॥

তাহা শুনি গৌরাঙ্গ হরি ব্রজেতে চলিল।
শুনি ব্রজের নাগরী সবে জনম সাফল হইল ॥
শুন রে ভকত জন করি নিবেদন।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে রাখ রে সদাএ মন ॥

ভাউ।

রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।
এই জনম জাইবে স্থখে ॥ ৩৬১

(১) প্রথম (আদর্শ) পুথির শেষে কোন তারিখ নাই। ঐ পুথির সঙ্গে অন্য কতকগুলি বিষয় লিখিত আছে। তাহার শেষের তারিখ ১১৯৪ মঘীর আষাঢ় মাস।

(২) "ইতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ৮ আষাঢ় রোজ আদিত্যবার বৈকাল বেলা সমাপ্ত।"——২য় পুথি।

প্রথম ও ২য় পুথিতে লিপিকরের নাম-ধাম নাই। এই দুই পুথিই সম্ভবতঃ আনোয়ারা গ্রামে একই ব্যক্তি দ্বারা নকল হইয়াছিল।

(৩) "ইতি গৌরসন্ন্যাসপটি সমাপ্তঃ।
মাতা মে চ সরস্বতি লক্ষি বিমাতা সহম।

এই (বহির) মালিক শ্রীজুত্য শ্রীলয় বাবু শ্রীরামদয়াল দেবশর্ম্মা পীং কল (কমল?) শর্ম্মা সাং গৈদ্রলা (গৈড়লা) স্থানে পটি (পটিয়া)॥"——৩য় পুথি।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট (ক)

নিমাই-সন্ন্যাস

ভূমিকায় বলিয়াছি, ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র। মোট তিনটি পত্রে এবং ৯২টি পদে ইহা সমাপ্ত। প্রতিলিপিখানি সন ১২৪৮ বাঙ্গালায় বা ৭৫ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত। লেখক রামহরি দের নিবাস অজ্ঞাত হইলেও তিনি যে চট্টগ্রামী লোক, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। চট্টগ্রাম—সাকপুরা নিবাসী মোক্তার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ১৯০২ ইংরেজী সনে পুথিখানি আমাকে দিয়াছিলেন।

পুথিতে কোথাও রচয়িতার নাম উল্লেখিত হয় নাই। চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত হইলেও ইহা চট্টগ্রামী সম্পত্তি নহে।

গীতের সুরে পঠিত হইত বলিয়াই বোধ হয়, ইহাতে পয়ারের চরণে অক্ষর-সংখ্যা কেবল চতুর্দ্দশে পরিমিতি নহে; তাহা অনেক স্থলেই বিংশতি সংখ্যা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, দেখা যায়। যাহা হউক, পুথিখানি এই :—

নমো গণেশায়।

অথ নিমাইর সন্ন্যাস পটি লিখ্যতে।

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র বাসঃ হে নারদ॥

এক দিন ভারতী গোসাই শচী মাতার মন্দিরে আসিল।
ভারতীরে দেখি রাণী দণ্ডবত কৈল॥

সেই দিন ভারতী শচীর মন্দিরে রহিল।
কি না মন্ত্র কর্ণে দিআ নিমাই সন্ন্যাসী করিল॥ ধু।
কি না মন্ত্র কর্ণে দিল।
নিমাই চান্দ সন্ন্যাসী হৈল॥
প্রভাতে ভারতী গোসাই গমন করিল।
তান পাছে নিমাই চান্দ হাটিতে লাগিল॥
ধাইআ জাইআ শচী মাতা নিমাইকে ধরিল।
কান্দিতে কান্দিতে তবে কহিতে লাগিল॥ ৫
সন্ন্যাসী না হৈয় বাছা বৈরাগী না হৈঅ।
অভাগিনী মাএর প্রাণ বধিআ না জাইঅ॥ ধু।
যদি নিমাই ছাড়িআ জাবে।
ছেল হৈআ বুকে রবে॥
বৈশাখ মাসে তুলসীরে দিআছিলাম ঝারা।
জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী পূজা কর্য্যাছিলাম সারা॥
আর জথ ব্রাহ্মণেরে দিআছিলাম আম।
সেই পুণ্যে পাইআছিলাম দূর্ব্বাদল শ্যাম॥
আষাঢ়েতে বিল্বপত্রে শিবের স্বস্ত্যয়ন।
শ্রাবণ বহিআ গেল মনসা পূজন॥ ১০
ভাদ্র মাসে ভদ্রকালী করিআছি পূজা।
আশ্বিনেতে পূজিআছি দেবী দশভুজা॥
কার্ত্তিক মাসে গোবিন্দেরে দিআছি তুলসী।
আগ্রাণেতে ইষ্টদেব তানে সেবিআছি॥
পৌষ মাসে লক্ষ্মীব্রত কৈর্য্যাছি গো আমি।
মাঘ মাসে সূর্য্যদেব আরাধিছি আমি॥

ফাল্গুন মাসে গোবিন্দকে দোলাইআছি দোলে।
চৈত্র মাসে শিবপূজা মন কুতূহলে॥ ধু।
ব্রাহ্মণকে দিআছি সোণা।
সেই পুণ্যে পাইআছি তোমা॥ ১৫
সন্ন্যাসী হইবেক বাপু তার অধিক নাই।
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়॥ ধু।
আমার গলে দিআছি দড়ি।
না গেলে কি রৈতে পারি॥
এ বোলিআ শচী মাতা নিমাইকে ধরিল।
বিষ্ণুপ্রিয়ার স্থানে তবে গমন করিল॥
শাশুরী দেখিআ বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জিত হইল।
নিমাই চান্দ দেখিআ তবে হাসিতে লাগিল॥ ধু।
আজু আমার শুভ লেখা।
নিমাইর সঙ্গে হৈল দেখা॥ ২০

কথা।

(শচীমাতাএ বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুলিতেছে)।
কেশব ভারতী গুরু কথা হোন্তে আসি।
কি না মন্ত্র কর্ণে দিআ করিল সন্ন্যাসী॥ ধু।
সুখের কালটি বহিআ গেল।
দুঃখের কালটি ফিরা্যা আইল॥
এ বোলিআ শচীমাতা নিমাইকে ধরিল।
বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতে নিমাই সমর্পণ কৈল॥ ধু।
আমার নিমাই তোকে দিআ।
পাষাণে বান্ধিছি হিআ॥

এ বোলিয়া শচীমাতা গমন করিল।
নিমাই দিআ বিষ্ণুপ্রিয়াকে কহিতে লাগিল॥ ২৫
প্রেমকথা দিআ নিমাই বান্ধিতে লাগিলা।
কান্দিতে কান্দিতে নিমাই কহিতে লাগিলা॥ ধু।
বিষ্ণুপ্রিয়া কহ কি।
প্রেমডুরি কাট্যাছি॥
এ বোলিতে বিষ্ণুপ্রিয়া চরণে পড়িল।
কান্দিতে কান্দিতে তখন কহিতে লাগিল॥
তুমি আমার আমি তোমার জানে জগ ভরি।
মাতা পিতা দিছে তোমা অগ্নি সাক্ষী করি॥ ধু।
জে রমণীর স্বামী ছাড়্যা গেল।
জীতা সে বিধবা হৈল॥ ৩০
লোহার ছিকলে নিমাই জখন বান্ধিতে লাগিল।
কান্দিতে কান্দিতে নিমাই কহিতে লাগিল॥ ধু।
বিষ্ণুপ্রিয়া বান্ধ তুমি।
প্রেম ছাড়া হৈলাম আমি॥
আলস্য হৈআ বিষ্ণুপ্রিয়া জখন ভূমিতে পড়িল।
নিদ্রাকে ডাকিআ নিমাই কহিতে লাগিল॥
শুন শুন নিদ্রাণী তুমি আমার বচন।
বিষ্ণুপ্রিয়ার নআনেতে বৈসএ আপন॥
আপনার বন্ধন নিমাই আপনে খসাইল।
চন্দ্র সূর্য্য আদি করি তাহা সাক্ষী কৈল॥ ধু। ৩৫
বিষ্ণুপ্রিয়া জাগ তুমি।
ব্রজের বিদায় মাগি আমি॥

এ বোলিয়া নিমাই চান্দ গমন করিল।
নিশাভাগ রাত্রিতে শচীমাতা স্বপ্ন জে দেখিল॥
প্রভাত কালে শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরে আসিল।
বিষ্ণুপ্রিয়া জাগাইতে গাএ হস্ত দিল॥
চৈতন্য হইআ বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুরী দেখিল।
কান্দিতে কান্দিতে শচীমাতা কহিতে লাগিল॥ ধু।

ফিরিআ দেখ নৈস্তা পানে।
শূন্য লাগে নৈস্তা কেনে॥ ৪০

কালুকা নিমাই আমার তোকে দিছি আনিআ।
আমার নিমাই কি করিলি বোলহ জানিআ॥
না কান্দ না কান্দ তুমি স্থির কর মন।
নিমাইচান্দ বান্ধিআছি ঘরেতে আপন॥
তুমি বোলো নিমাইচান্দ বান্ধিআ রাখিল।
স্বপ্নেতে দেখিল নিমাই সন্ন্যাসী হইল॥
এথ শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহ বিচারিল।
নিমাইচান্দ না দেখিআ কান্দিতে লাগিল॥ ধু।

নিমাই মোরে ছাড়্যা গেল।
ছেল ফুটি বুকে রৈল॥ ৪৫

হিয়া কুটি ভূমি পড়ি বাহে গড়াগড়ি।
জারে দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বচন ফুকারি॥ ধু।

সেই নিমাই রসিক ছিল।
প্রেম ছাড়া কে করিল॥

পাগলিনীর মত শচীমাতা গমন করিল।
জারে দেখে শচীমাতা তাকে জিজ্ঞাসিল॥ ধু।

জারে দেখে তারে পুছে।
দেখিছ নি নিমাই জাইতে॥
বৎস ছাড়ি জেন গাভী চতুর্দ্দিগে ধাএ।
তেন মতে শচীমাতা ডাকে উচ্চ রাএ॥ ধু। ৫০
সবে রোলে তোরে নিমাইর মা।
অথন কেহ বুলিবে না॥
কান্দি কান্দি শচীমাতা গমন করিল।
চম্পক নগরে গিআ দরশন দিল॥
চম্পকের লোক সবে বেড়ি রঙ্গ চাএ।
কান্দি কান্দি শচীমাতা তাহাকে বুঝাএ॥
এক দিন ভারতী গোসাই আমার মন্দিরে আসিল।
কি না মন্ত্র কর্ণে দিআ (নিমাই) সন্ন্যাসী করিল॥ ধু।
জে অথিতেরে স্থান দিল।
তার ছাল্যা বৈরাগী হৈল॥ ৫৫
তরুছাআ পাই শচী তার নীচে রৈল।
মস্তকেতে হস্ত দিআ ভাবিতে লাগিল॥
ভাবিতে ভাবিতে শচী তাপিত হইল।
দশরথের কথা তথা মনেতে স্মরিল॥ ধু।
দশরথ রাজা ছিল।
তারে বিধি বাম হৈল॥
কেকৈর সত্যেতে বনে পাঠাইল শ্রীরাম।
দশরথের কর্ম্মে ছিল দুঃখ অবিরাম॥
চারি পুত্র থাকিতে রাজা বাসি মরা হৈল।
বিধির নির্ব্বন্ধ সেহ খণ্ডাইতে নারিল॥ ধু। ৬০

পুত্রশোকে রাজা মৈল।
সেই দশাটি আমার হৈল॥
নিমাইচান্দ না পাইআ ফির্‌য়া ঘরে আইল।
ভারতীর সঙ্গে নিমাই পন্থে দেখা পাইল॥ ধু।
ডোর কপীন দেঅ মোরে।
অখন ব্রজে চলি জাইবে॥
দিন তুই চারি রহ স্থির করি মন।
ডোর কপীন দিব মাতা শুনহ বচন॥
কান্দিতে কান্দিতে নিমাই ভারতীকে বোলে।
জখন আছিলাম আমি শচীমাতার কোলে॥ ধু॥ ৬৫
দেখাইআ রাঙ্গা পাও।
পাসরাইলা বাপ মাও॥
পুনরপি নিমাইচান্দ ডোর কপীন মাগিল।
হরসিতে ভারতী গোসাই কহিতে লাগিল॥
না কান্দ না কান্দ নিমাই স্থির কর মন।
ডোর কপীন দিব আমি (শুনহ বচন)॥ ধু।
পুন নিমাইচান্দে বোলে
ডোর কপীন নাহি দিলে।
গৃহের বাহির কেনে কৈলে।
পুন ভারতীএ বোলে
মস্তক মুণ্ডন হৈলে
ডোর কপীন দিতে পারে॥ ৭০
এথেক শুনিআ নিমাই গমন করিল।
মধু মধু করি নিমাই ডাকিতে লাগিল॥

হাতে গদা করি মধু দিল দরশন।

* * * *

নিমাইচান্দে বোলে মধু শুনহ বচন।
আমার মস্তক তুমি করহ মুণ্ডন ॥
মধু নাউ বোলে নিমাই করি নিবেদন।
মস্তক মুড়াইলে আমা কিবা দিবা ধন ॥ ধু।
আমি এখন কি ধন দিব।
গোলোক জাইতে সঙ্গে নিব ॥ ৭৫।
সুবর্ণের ঝারি ভরি গঙ্গাজল আনে।
গঙ্গার কুলেতে বৈসে মস্তক মুণ্ডনে ॥
এক গাছি ক্ষুর জবে টানিআ খসাইল।
হস্তেতে দাবিআ তখন মস্তকেতে দিল ॥
জখনে মস্তকে মধু ক্ষুর উঠাই দিল।
প্রভু প্রভু করি নিমাই কান্দিতে লাগিল ॥
আর না জাইব আমি গআ বারাণসী।
আর পিণ্ড নহি দিব পুরুষ প্রকাশি ॥ ধু।
আমি কুলেতে জন্মিলাম ছার।
না শুজিলাম মাএর ধার ॥ ৮০
এত শুনি ভারতী গোসাই নিমাইর হস্তেতে ধরিল।
বৈষ্ণবের কথা কিছু কহিতে লাগিল ॥
গঙ্গা জাইআ স্তব করে কৃষ্ণের গোচর।
মাআ পাপ মুক্ত করে প্রভু গদাধর ॥
গঙ্গার জল হস্তে করি নিমাই কহিতে লাগিল।
শুন শুন গঙ্গা দেবি আমার বচন। ধু।

নিমাই ফিরে গঙ্গার কুলে।
কেশব ভারতীর সাথে॥
জেই ক্ষণে সাধু সবে তোমার জলে মস্তক ডুবাএ।
ততক্ষণে তোমার পাপ ভস্ম হৈয়া জাএ॥ ৮৫
বসুমতী স্তব করে সাক্ষাতে কৃষ্ণের।
আমা পাপ মুক্ত কর প্রভু গদাধর॥
বসুমতীর হস্তে ধরি কহিতে লাগিলো।
শুন শুন বসুমতী আমার বচন।
জখনে বৈষ্ণবের ধূলি বক্ষেতে পড়িব।
ততক্ষণে তোমার পাপ ভস্ম হৈআ জাইব॥
ভারতী বোলে নিমাই চান্দ স্থির কর মন।
ডোর কপীন পৈর তুমি শুনহ বচন॥
জার বংশে একজন বৈষ্ণব হইল।
তার শত কুল জান স্বর্গে চলি গেল॥ ৯০
এ কথা শুনিআ নিমাই ডোর কপীন পরিল।
স্বর্গে থাকি দেবগণে পুষ্প-বৃষ্টি কৈল॥ ধু।
ডোর কপীন করঙ্গ হাতে।
কেশব ভারতীর সাথে॥ ৯২

"সমাপ্ত :×: সন ১২৪৮ বাঙ্গলা তারিখ ১৭ আগ্রান মুঅক্ষর শ্রীরামহরি দে॥"
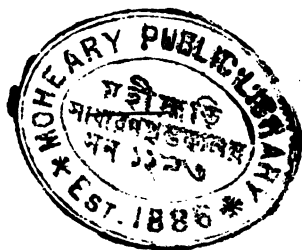
পরিশিষ্ট (খ)

"গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাসে" ব্যবহৃত শব্দাদির অর্থ

এই গ্রন্থের ভাষা অত্যন্ত সহজ। তথাপি ইহাতে ভাষা ও ব্যাকরণ-ঘটিত কয়েকটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়; যথা,—

১। উত্তম পুরুষে নামপুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার; যেমন,— "আমি কবে পাবে রাধাকুণ্ড" ইত্যাদি। ইহা কি লিপিকর-প্রমাদ, না প্রকৃতই তৎকালে ঐরূপ ব্যবহার হইত, ঠিক বলা যায় না। তবে এই পুথিতে অনেক স্থলেই এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। ২। অতীত কালে উত্তমপুরুষে নামপুরুষের ক্রিয়া-প্রয়োগ অন্যান্য পুথির মত এই পুথিতেও সাধারণ; যেমন,—"এই শাপ দিল আহ্মি"। ৩। আমি, তুমি, আমা, আমার, তোমার প্রভৃতি সর্ব্বনামগুলি আহ্মি, তুহ্মি বা তোমি, আহ্মা, আহ্মার, তোহ্মার রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৪। 'তোমরা' স্থলে 'তোহ্মারা' প্রয়োগ। ৫। 'কোথাএ' শব্দটি সর্ব্বত্র 'কথাএ' রূপে ব্যবহৃত। ৬। 'করিও' ইত্যাদি 'করিঅ' রূপে লিখিত। ৭। অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি সর্ব্বত্র বল্যা, দেখ্যা, বস্যা, আস্যা, কর্যা ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত। ৮। পদ মিলাইবার খাতিরে শব্দবিশেষের সম্প্রসারণ; যেমন,— রাখোআল (রাখাল), মাখোআন (মাখন)। ৯। প্রশ্ন-বোধক 'কি' স্থলে 'নি' ব্যবহার। ১০। এমত, এমনি প্রভৃতি এহ্মত, এহ্মনি রূপে লিখিত। ১১। পয়ারের চরণে অক্ষর-সংখ্যা চতুর্দ্দশে পরিমিতি না হইয়া অনেক স্থলে বিংশতিতে পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, দেখা যায়। ১২। দুই একটি স্থলে উপরে 'ত্রিপদী' নাম লেখা আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাতে ত্রিপদী ছন্দের রচনা পরিলক্ষিত হয় না। সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদেই ঐরূপ হইয়া থাকিবে।

এতদ্ভিন্ন পুথির ভাষায় যে কয়েকটি প্রাচীন ও কিছু দুর্ব্বোধ্য শব্দ পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহাদের অর্থাদি প্রদত্ত হইল,—

পত্রসংখ্যা	পদসংখ্যা	শব্দ	অর্থ
১	২	নটরালী	নটবর-যোগ্য
		ভেশ	বেশ
		সং	সঙ
”	৩	সং	সঙ্গে
”	৪	ভং	ভঙ্গ
৩	১২	অন্তরে	জন্য
৭	৩৩	মাখোআন	মাখন
৮	পাদটীকা	মাখ্যম	”
১৪	৬৭	নেহালিআ	তাকাইয়া
১৮	৯০	ছাওআল	ছেলে
১৯	৯৫	হোনে	হোন্তে, হোতে, হৈতে, হইতে
২১	১০৩	পৈল	পড়িল
২২	১১১	আল	আইলাম
২৫	১২৮	তালাইসে	তল্লাসে, সন্ধানে
২৮	১৪৩	লাসিল	সাজাইল
৪২	২২৮	আউদল	আলুথালু
৪৪	২৪১	সমাইরে	সকলকে
৫৩	—	ন্যাছেতু	আঙ্গিনা হইতে

আবদুল করিম